www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নয়া আঙ্গিকে ভারত - বাংলাদেশ মৈত্রী

চারের পাতায়

# আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫ ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ফুঁ দিয়ে নাকি সারছে জটিল রোগ

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২ পৌষ – ৮ পৌষ, ১৪২২ ঃ ১৯ ডিসেম্বর – ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 8, 19 December - 25 December, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## গঙ্গাসাগর মেলা

# এবারের থিম ‘গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন’

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার এবারের শ্লোগান ‘গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন’। সবুজ এবং স্বচ্ছ এই দুই শব্দকে মাথায় রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন তৎপর হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ডঃ পি বি সেলিম অনেক আগে থেকেই দেশের অন্যতম দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গা সাগর মেলাকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করেছেন। এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ১০,০০০ শৌচালয় থাকছে। আগে হত ১২০০।

কোনওভাবেই যাতে তীর্থযাত্রীরা খোলা জায়গায় মল–মূত্র ত্যাগ করতে না পারে, তার জন্য এই টয়লেটের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন এনজিওর স্বেচ্ছাসেবক ও স্বাস্থ্যদপ্তর অগ্নিনির্বাপন দপ্তরের কর্মচারিদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মেলা ক্ষেত্র অনুযায়ী হাসপাতালে সব রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ব্লাড ব্যাঙ্ক, মর্গের ব্যবস্থাও করা হবে। এই প্রথম সাগর মেলাকে প্লাস্টিক ফ্রি জোন হিসাবে ঘোষণা করা হবে। সাগরমেলায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ইউনিসেফ, গোল ইন্ডিয়ার মত এনজিওদের সহযোগিতা নেওয়া হবে। মেলা প্রাঙ্গন জুড়ে এবার সিসিটিভির সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিৎ করতে গতবছরের থেকেও পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জলে–স্থলে–আকাশপথে থাকবে কঠোর নজরদারি।

# রাসমেলায় বিস্ফোরণ, জখম ৩

**কুনাল মালিক, নোদাখালী**

গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার ডোঙারিয়ায় তরুণ সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত রাসমেলায় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ গিফটের প্যাকেটে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে তিনজন গুরুতরভাবে জখম হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় মেলা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনায় পুলিশ শুভ নস্কর নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু আদৌ ওই যুবক বিস্ফোরণ কান্ডে যুক্ত কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই ঘটনার পর সিআইডিও ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় প্রকাশ তরুণ সংঘের মাঠে রাসমেলা চলছিল।

একটি মনোহারি দোকানে কে বা কারা একটি গিফট প্যাকেট রেখে চলে যায়। প্যাকেটের মালিকের খোঁজ না পেয়ে, ওই দোকানের লোকজন প্যাকেট খুলতেই সশব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনে ঝলসে যায় তিনজন। সূত্রের খবর একজনের হাতের আঙুল উড়ে যায়। ঘটনাস্থলে নোদাখালী থানার পুলিশ ছুটে যায়। ওই ঘটনার আগে শুভ নস্কর নামে এক যুবক জুয়া খেলে হেরে গিয়ে টাকা পয়সাকে কেন্দ্র করে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। মেলা কমিটির লোকজনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। সন্দেহবশত পুলিশ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। বিস্ফোরণের পর মেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজনের ধারণা কেউ বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এই নাশকতার কাজ করেছে। স্থানীয় তরুণ সংঘের এক সদস্য জানান, আসলে যারা একাজ করেছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফেলে যাওয়া প্যাকেট দোকানদার মেলা কমিটির হাতে তুলে দিলে বিস্ফোরণটা ক্লাবের মধ্যে ঘটত, তাতে আমাদের সদস্যরা বিপদের মুখে পড়ত। আসলে তরুণ সংঘের সদস্য কিংবা বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে এই ঘটনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত কিছু বলা যাবে না।

## ঘটনাস্থলে সিআইডি

সিআইডি সূত্রের খবর ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের যে নমুনা পাওয়া গিয়েছে তা দেখে মনে হয় না ওই বোমা খুব শক্তিশালী ছিল। তবে বিষয়টি খুব পরিকল্পিত।

এলাকার সাধারণ মানুষ অন্য প্রশ্ন তুলেছে তাহলে যে কোনও মেলা পার্বণে কি এই ধরনের নাশকতা আগামী দিনে আরও ঘটতে পারে? মানুষ কি ভাবে সচেতন হবে? জেলা পুলিশ ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানাচ্ছে যে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকলে অবশ্যই পুলিশকে জানান। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই ধরনের ঘটনা আমাদের এলাকায় এই প্রথম ঘটল। পুলিশ ও সিআইডি তদন্ত করছে। তবে মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে হবে। গঙ্গাসাগর মেলায় আইএস জঙ্গিদের আক্রমণের ভয়ে এমনিতেই ত্রস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো জুড়ে গেল নোদাখালীর এই বিস্ফোরণ কান্ড। স্থানীয় সমাজবিরোধীদের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশিও শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে।

# টিকাকরণে পিছিয়ে চার জেলা

**বিশেষ সংবাদদাতা :** ২০১৪–১৫–র স্বাস্থ্য পরিচালন সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থা বা এইচএমআইএস (২০১৫–র নভেম্বরের হিসেবে) সম্পূর্ণ টীকাকরণের আওতায় দেশের ৮৫.৭ শতাংশ এসেছে। সরকার ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২০১টি গুরুত্ব আরোপিত জেলাকে চিহ্নিত করেছে, যেখানে আংশিকভাবে টীকাকরণ হয়েছে বা ৫০ শতাংশ টীকাকরণ হয়নি এমন শিশু বসবাস করছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলা রয়েছে। জেলাগুলি হল — উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুর।

উল্লেখ্য, গত ৭ এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ‘মিশন ইন্দ্রধনুস’–এর আওতায় টীকাকরণ কর্মসূচি চালানো হয়। ৭৫ লক্ষেরও বেশি শিশুর টীকাকরণ হয় এবং ২০ লক্ষেরও বেশি গর্ভবতী মহিলাকে ধনুষ্টংকারের টীকা দেওয়া হয়।

গত ৩ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় লিখিতভাবে এ তথ্য জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

# আন্দোলন ঠেকাতে অতি উৎসাহী আইসি এখন নিজেই কাঠগড়ায়

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** নতুন রাজ্য সভাপতি পাওয়ার পরই নতুন উৎসাহে আন্দোলনে নেমে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে, থানায় থানায় চলছে আইন অমান্য কর্মসূচি। এই উৎসাহ কতদিন থাকবে তা সময়ই বলবে। তবে রাজ্য বিজেপির এই কর্মসূচিকে আলোয় নিয়ে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের এই জোরজবরদস্তির আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশের যে কৌশল অবলম্বন করা উচিত ছিল তাতে তারা ব্যর্থ। ফলে দিনের পর দিন উৎসাহ বাড়ছে, অংশগ্রহণ বাড়ছে কর্মসূচিতে। এই দেখে জনসমর্থন বাড়াতে, দীর্ঘদিনের স্থবির রাজ্য বিজেপিকে আন্দোলনমুখী করতে সামনের সারিতে সামিল হচ্ছেন রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা।

এর মধ্যে এই কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন বারুইপুর থানার আইসি সুব্রত কংসবণিক। গত ১৬ ডিসেম্বর তৃণমূলের সন্ত্রাস, বিজেপি সমর্থকদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো, বেকারদের চাকরি ও মহিলাদের সুরক্ষার দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমায় আইন অমান্যের ডাক দেয় বিজেপি। পদ্মপুকুর থেকে মিছিল বেরিয়ে শেষ হয় বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে। সামনে ছিলেন বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য ও অভিনেতা–নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল ঠেকাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী (সঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ার) নিয়ে বীরদর্পে নেমে পড়েন সুব্রতবাবু। এতেই তিনি এখন ভিলেন হয়ে উঠেছেন। বিড়ম্বনায় ফেলেছেন স্বয়ং মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকেও। প্রায় ৫ হাজার লোকের মিছিলে প্রচুর মহিলা থাকলেও সুব্রতবাবুর বাহিনীতে রাখা হয়নি মহিলা পুলিশকে। অতি উৎসাহে বিজেপি মহিলা কর্মী মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে নিজের হাতে দৃষ্টিকটুভাবে ঠেকালেন তা সর্বত্র প্রচার হতেই চারিদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকে বলছেন বর্তমানে পুরুষের হাতে মহিলা হেনস্থার যে ধারাবাহিক প্রদর্শন চলছে তাই করে দেখালেন সুব্রতবাবু। বিজেপি এখন আন্দোলনের মাত্রা বাড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছে মহিলা পুলিশ রাখা হল না কেন? বৃহত্তর আন্দোলনের কথা ভাবা হচ্ছে। মার খেয়ে জনপ্রিয় মিঠুকে এখন আন্দোলনের হাতিয়ার করতে চায় বিজেপি নেতৃত্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্ষেপ বামফ্রন্টের নাবালক পুলিশকে এতদিনেও সাবালক হয়ে উঠতে পারলেন না।

বারুইপুরে মিঠু বনাম আইসি। –নিজস্ব চিত্র

# সাইবার গবেষণাগার কলকাতায়

**বিশেষ সংবাদদাতা :** সাইবার ক্ষেত্রে অপরাধ ঠেকাতে কলকাতাসহ চার শহরে সাইবার ফরেন্সিক গবেষণাগার গড়ে উঠল। ন্যাসকম এবং ডেটা সিকিওরিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় এই ল্যাব বা গবেষণাগারগুলি তৈরি করা হয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহ বিভিন্ন সাইবার অপরাধ ঠেকাতে কেন্দ্র কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যস্তরে সাইবার অপরাধমূলক সেল তৈরি করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য ২৪x৭ হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। মাউসের একটা ক্লিকে দুনিয়াটা যেমন সহজলভ্য হয়ে ওঠে তেমনই ওলট পালট করতেও এর জুড়ি মেলা ভার। তাই সাইবার আইনের মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জাল বিছানো হচ্ছে।

# দিনগুলি মোর ...

**সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।**

**শনিবার :** পার্ক স্ট্রিট কান্ড নিয়ে চাপান উতোরের শেষ নেই। এক প্রস্থ হয়েছে ঘটনার পর। এখন আদালতের রায় নিয়ে সরকারি আইনজীবী সর্বাণী রায় কেন লঘু সাজা চাইলেন বিতর্ক এখন তাই নিয়ে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সর্বাণীকে সরিয়ে দিয়েছে। যাচ্ছে উচ্চ আদালতে। অন্যদিকে সর্বাণী রায় তাঁর বক্তব্যে এখনও অনড়।

**রবিবার :** রাজ্য রাজনীতি এখন সরগরম মুকুল রায়ের প্রত্যাবর্তন নিয়ে। এখনও কিছুটা জড়তা থাকলেও মমতা–মুকুল সম্পর্ক ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। ভোট আসছে এমন বহু সম্পর্কের ওঠাপড়া হয়তো দেখতে হবে সামনের কয়েক মাসে। মুকুলকে সরিয়ে সামনের সারিতে যেসব তৃণমূল নেতা উঠে এসেছিলেন তারা কি ভাবছেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

**সোমবার :** বাংলার গর্ব উত্তরবঙ্গের চা বাগান। সেই সবুজ বাগানে এখন মড়ক লেগেছে। বাগানের যাঁরা প্রাণ, যত্ন করে যারা চা তুলে দেন মানুষের রসনায় তাঁরাই একের পর এক চলে যাচ্ছেন চিরতরে। রোগে ভুগে না অনাহারে তাই নিয়ে চলছে সরকার–বিরোধী চাপানউতোরের তাজিয়া। মড়ক কিন্তু থামছে না।

**মঙ্গলবার :** সিবিআই ছাঁকনিতে এবার তৃণমূলের যুব নেতা তথা অন্যতম সম্পাদক শঙ্কুদেব পন্ডা। সারদার ছাপ তার গায়ে ফুটে বেরোচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য অভূতপূর্বভাবে ইতিমধ্যে শঙ্কুকে দল থেকে তাড়িয়েছে, এমনকি ভবন থেকেও। অনেকে বলছেন মুকুল অন, শঙ্কু গন।

**বুধবার :** সিবিআই তল্লাশি এবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দের প্রধান সচিব রাজেন্দ্র কুমারের অফিসে। তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বহু আগে থেকেই। রাজেন্দ্র কোনও কথা না বললেও ক্ষেপে গিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ব্যক্তিগতভাবে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রীকেও। পাশে পেয়েছেন সোনিয়া–মমতাকেও। তবে সিবিআই এসবে ঘাবড়াতেও রাজি নয়। প্রশ্ন উঠেছে এমন একজন দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারকে কেন প্রধান সচিব করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী? এ জবাব অরবিন্দকে দিতেই হবে।

**বৃহস্পতিবার :** আটকে গেল টেটের ফল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশনের বেঞ্চের আদেশে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক দুটি টেটের ফল প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। অনিশ্চয়তায় ফের ডুবে গেল টেট অংশগ্রহণকারীরা।

**শুক্রবার :** মমতাতেই মজে মদন। সাংবাদিকদের চোখা প্রশ্নের মুখে প্রাক্তন পরিহনমন্ত্রী বললেন, মুখ্যমন্ত্রী যা করছেন তা সবার ভালোর জন্যই করছেন। পাল্টা আক্রমণাত্মক হয়ে শুধিয়েছেন, আমাকে কী ছাগল মনে হয়? এত কিছুর পরেও বোঝা যাচ্ছে না হঠাৎ মদনের সুমতি জাগল কেন?

সবজান্তা খবরওয়ালা

# প্রাণ ভয়ে স্ত্রী–পুত্র নিয়ে বাড়ি ছাড়া প্রশান্ত

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

মা, দাদা ও বোনের অত্যাচারে বাড়ি ছাড়া হয়ে বৌ বাচ্চা নিয়ে প্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানা এলাকাধীন রামচন্দ্রপুরের ভাদুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত বালা। বছর সাড়ে চার আগে হাবড়ার জনৈক বাদ্যশিল্পী বিমল নন্দীর একমাত্র কন্যা মৌমিতার সঙ্গে বিয়ে হয় প্রশান্তর। ভালবাসার বিয়ে নয়, রীতিমতো দেখাশুনো করে সামাজিক মতেই বিয়ে হয় তাদের। বিয়ের কয়েকমাস পর থেকেই মৌমিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন শাশুড়ি গোলাপী বালা, ভাসুর প্রবীন বালা, ননদ মামণি বিশ্বাস ও জা সরস্বতী বালা। ইতিমধ্যে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অত্যাচারের হাত থেকে বাদ যায়না সেই সদ্যোজাত শিশুপুত্র অঙ্কুশও। দিন যত যেতে থাকে অত্যাচারের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনই অভিযোগ এই দম্পতির। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মৌমিতা গত ৭ অক্টোবর গাইঘাটা থানায় শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। যার জিডিই নং ৩৫০, তারিখ ৭–১০–২০১৫। এতে কোনও সুরাহা না হওয়ায় পুনরায় ২৫ অক্টোবর লিখিত অভিযোগ জানান মৌমিতা। যার জিডিই নং ১৩২৬ ও তারিখ ২৫–১০–২০১৫। প্রশান্তর অভিযোগ, ‘কর্মসূত্রে আমাকে দমদমে থাকতে হয়। বাড়িতে আমার বৌ এবং আমার শিশুপুত্র থাকত। নিত্য নৈমিত্তিক আমার মা, দাদা ও বোন তাদের উপর অত্যাচার করত। আমি প্রতিবাদ করায় তাদের অত্যাচারের শিকার হতে হয় আমাকেও। এমনকি আমাদের শিশুপুত্র অঙ্কুশকে অপহরণসহ আমাদের প্রাণে মারার হুমকিও দেয় আমার পরিবারের লোকেরা। তাই এদের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দমদম এলাকায় সুভাষনগরে বাসা ভাড়া নিতে বাধ্য হই।’ মৌমিতার অভিযোগ, গাইঘাটা থানায় ডায়েরি করার পর অত্যাচার প্রশমিত না হওয়ায় এফআইআর করতে বাধ্য হন তারা। যার এফআইআর নং ১০৮২ তারিখ ৫–১১–২০১৫ এবং ধারাগুলি হল ৪৯৮(এ)/৩২৫/৫০০/৩৫৪(এ)/৩৪। তার আরও অভিযোগ, এরপরই শ্বশুরবাড়িতে ঢোকামাত্রই তার শাশুড়ি, ননদ, ভাসুর, জা সবাই একযোগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মারধর ও মৌমিতার শ্লীলতাহানি করে। প্রশান্ত বালা প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, মা বোনেদের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করার পর থেকেই বাড়ির লোকেরা অত্যাচারের মাত্রা বাড়ায়। মৌমিতা বলেন, ‘টিউবওয়েলে তালা দেওয়া, বাথরুম পায়খানায় ঢুকতে না দেওয়া থেকে শুরু করে রাতের বেলায় আমার ঘরে অন্য লোক ঢোকানোর চেষ্টা করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার স্বামী কাজের সূত্রে সপ্তাহে ৬দিন কর্মস্থলে থাকেন। দিনে দিনে অত্যাচারের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে শুধু আমি নয়, আমার স্বামী এবং আমার সন্তানও তাঁদের অত্যাচারের হাত থেকে বাদ যায় না।’ প্রশান্তর অভিযোগ, তার দিদি মামনি বিশ্বাস শিশুপুত্র অঙ্কুশকে কিডন্যাপ করার হুমকি দেয়। এই সঙ্গে তার দাদা প্রবীন ও মা গোলাপী বালা মৌমিতাকে মেরে গাছে লটকিয়ে দেবার হুমকি দেয়। উপায়ান্তর না পেয়ে বাধ্য হয়ে তারা গাইঘাটা থানায় এফআইআর করেন। এরপর বাড়ি ফিরলে গোলাপী বালা, প্রবীন বালা, মামনি বিশ্বাস তাদের উপর বেপরোয়া ভাবে চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করে। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে মৌমিতা তার স্বামী ও শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে একপ্রকার পালিয়ে এসে ওঠে হাবড়ায় তার বাপের বাড়িতে। তারা গাইঘাটা থানায় তাদের নিরাপত্তার দাবি করলে, থানার পক্ষ থেকে এভাবে নিরাপত্তা দেওয়া যায় না বলে জানানো হয়। বলা হয় এরকম নিরাপত্তা পেতে গেলে জেলা পুলিশ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার। এদিকে মৌমিতার বাবা বিমল নন্দী হার্টের রুগী। সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আরজিকর হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। এছাড়াও প্রায় বছরখানেক আগে বিমলবাবুর মাথায় অস্ত্রোপচার হয়। এহেন পরিস্থিতিতে বিমলবাবুর উপর মেয়ের এই অবস্থা ব্যাপক চাপের কারণ হয়ে উঠেছে। দমদমে বাসা ভাড়া নিয়ে প্রশান্ত তার স্ত্রী মৌমিতা ও শিশুপুত্র অঙ্কুশকে নিয়ে যায়। এরপর দুটো ফোন নম্বর থেকে তাদের প্রাণনাশের হুমকি ও ছেলেকে কিডন্যাপের ধমকি দেওয়া হয়। নম্বর দুটি হল, ৯১৩৩২৫৯৫৩১৮৩ এবং ৯১৩৩২৮২৬৩৫৩৯। এরপর তারা আবার গাইঘাটা থানার শরণাপন্ন হয়। থানা থেকে জানানো হয়, শাশুড়ি ও ননদ আগাম জামিন নিয়েছে। তবে ভাসুর প্রবীণ বালার জামিন হয়নি। পুলিশ তার খোঁজে বাড়ি গিয়ে অভিযুক্তকে পায়নি বলে থানা সূত্রে জানানো হয়েছে। গাইঘাটা থানার ওসি অনুপম চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি প্রতিবেদককে বলেন, ‘অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা করছি।’ এই কেসের আইও বিপ্লব সরকার জানান, ‘আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করছি। রেডও করছি।’ গাইঘাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রে বিপ্লববাবুর নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ মৌমিতার শ্বশুরবাড়িতে রেড করে। কিন্তু গোটা বাড়িতে বাইরে থেকে তালা দেওয়া দেখে তারা ফিরে আসে।

মৌমিতার স্বামী প্রশান্তর অভিযোগ, সে বিয়ের আগে তার চাকরির টাকায় এই বসত জমিতে পাকা ঘর তৈরি করে। কিন্তু তার কষ্টার্জিত টাকায় তৈরি সেই ঘর ছেড়ে তাকে আজ বৌ–বাচ্চা নিয়ে পথে পথে ঘুরতে হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রশান্তর দিদি মামনি নারীপাচারসহ বিভিন্ন অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামে বিভিন্ন সমাজ বিরোধীদের নিয়েই তার ওঠাবসা। প্রশান্তর মা–দিদি ও মেজদা প্রবীন প্রায়শই মৌমিতার উপর বিভিন্ন অত্যাচার করত বলেও স্থানীয় বাসিন্দারা কবুল করেছেন। কিন্তু মামনিদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে নারাজ। ঘরে ফেরার ব্যাপারে প্রশান্ত ও মৌমিতা পুলিশের সহযোগিতা চাইলে পুলিশ তাদের জানায়, এ ব্যাপারে পুলিশ তাদের সাহায্য করতে পারবে না। এটা তাদের নিজের দায়িত্বে করতে হবে। কোনও অঘটন ঘটলে তবে পুলিশ যাবে।

এদিকে মৌমিতার বাবা হার্টের রোগী। তাঁর অভিযোগ, আইনি সাহায্য চাইলেও তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি আমার মেয়ে, জামাই, নাতির মৃত্যুর পর পুলিশ সেখানে যাবে। প্রসঙ্গত প্রশান্ত ও মৌমিতা জানিয়েছে, পুলিশ তাদের নিরাপত্তা দেবার ব্যবস্থা না করলে তারা শিশুপুত্রকে নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে আমরণ অনশনে বসবেন।

## সকলকে নিয়ে চলতে হবে সরকারকে

# গণতন্ত্রের প্রসার মজবুত করবে অর্থনীতিকে

**শুদ্ধাশিস গুহ**

শেয়ার বাজারের কাছে এই বছরটা মোটেই ভালো কাটল না। গত বছরের মোদি ম্যানিয়াক জুমজুম বাজারে যা কিছু ধরা যাচ্ছিল তাতেই লাভ হচ্ছিল। আর ওই কথায় বলে না, 'মর্নিং শোজ দ্য ডে' আপ্তবাক্য মাথায় রেখে আমাদের মতো সাধারণ লগ্নিকারীরা ভেবে বসেছিল নরেন্দ্র দামোদরদাস ভাই মোদির আবির্ভাব বছরটা এতটা ভালো যখন গেল, তখন পরের দিনগুলি আরও ভালো হবে। এই ভাবনাতেই তৈরি হল গলদ। অর্থাৎ যা চিন্তা করা হয়েছিল বা আশা করা হয়েছিল তার ন্যুনতম ফিরিয়ে দিতে পারল না এই সরকার। বলাবাহুল্য তার জন্য মোদি সরকারকে দায়ী করা যায় না পুরোপুরি। আংশিক দায়িত্ব অবশ্য থেকেই যায়। সকলকে নিয়ে চলার অভ্যেসটা আয়ত্তে না করা পর্যন্ত এই সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানো সম্ভব নয় তা জলের মতো পরিস্কার। এর সঙ্গে কংগ্রেস এবং বিরোধীদের অসাংবিধানিক আচরণকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। যার জেরে ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কক্ষ রাজ্যসভা এবং লোকসভা যেন হয়ে উঠেছে মাছের বাজার। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে জিএসটি সহ বিভিন্ন বিল পাশ করাতে সবাইকে হাত মেলাতেই হবে। তবেই গিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন দেখবে শেয়ার বাজার। এই আশায় ভর করেই তো বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতের নিফটি পৌঁছে দিয়েছিলেন ৯ হাজারের ওপরে। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার ফলে যা ফের নিম্নগামী হয়ে উঠেছে। ফেডের সিদ্ধান্তে আমেরিকায় যদি সুদের হার বাড়ে তা হলে আরেকটু প্রভাবিত হতে পারে বাজার। যদিও এই জায়গা থেকে বাজারের একটা ঘুরে দাঁড়াবার আশা সঞ্চারিত হচ্ছে।

শেয়ার বাজার চলে নিজের তালে, নিজের ছন্দে। কখন যে বাজার বাড়বে, আর কখন পড়ে যাবে তা নিয়ে ধন্দে ভোগেন অনেক অভিজ্ঞ শেয়ারবিদরাও। আসলে অর্থনীতির বাজার হল দারুণ যুক্তিবাদী ধাঁচের। তার আচরণ নির্ভর করে অর্থনীতির হালহকিকতের ওপর। তাই কখনও যেমন বাজারে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তেমনই পতনের অশনী সঙ্কেত মাঝেমধ্যেই বাজারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ভারতের বাজার নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবে বলতে হবে এই কিছুদিন আগে পর্যন্তো আমরা একটা বুল রান বা তেজি অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের অর্থনীতির প্রতি বিশ্বাস ব্যাক্ত করতে শুরু করেছিল বিদেশিরা। যারা যে কোনও বিষয় নিয়ে নাক সিঁটকায় সেই আমেরিকান সাহেবরা পর্যন্ত ভারতের এই অগ্রগতিকে কুর্ণিশ করছে। আসলে এ দেশের পট পরিবর্তনে মোদি সরকারের আবির্ভাব একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল নিঃসন্দেহে। তবে এর ভিত তৈরি হয়েছে ইউপিএ–১ এবং ইউপিএ–২ জমানা থেকেই। চিদম্বরম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে শুরু করেছিলেন। মূলত এফডিআই অর্থাৎ ভারতের বাজারে বিদেশি পুঁজি আনতে এই উদ্যোগ যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর আসনে মনমোহন সিংয়ের উপস্থিতি এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। উল্লেখ্য নব্বই দশকের একেবারে গোড়ায় এই মনমোহন সিং রাজীব গান্ধি মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন প্রভূত উদ্যোগ এবং কর্মসূচি নিয়েছিলেন ভারতকে সারা বিশ্বের কাছে সামনের সারিতে তুলে ধরতে।




সেই আমলের ভিশন ইন্ডিয়া–২০২০–র সুফল এখন ফলতে শুরু করেছে। আগামী পাঁচ–দশ বছরের মধ্যে তা মহীরূহের আকার নিতে পারে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে ভারতের শেয়ার বাজারে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতোই আগের কংগ্রেস সরকারও তৎপর ছিল। ঘটনা এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। তার ওপর এটা মনে রাখা প্রযোজ্য এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস বা তৎকালীন ইউপিএ কখনও ক্ষমতাসীন হয়নি। তাও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তারা চেষ্টা করেছে দেশের অর্থবাজারকে বিশ্বের সামনে উজ্জ্বল করে তুলতে। সেই পরম্পরা বজায় রাখার পাশাপাশি মোদি আরও অভিনব প্রক্রিয়ায় দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে চাইছেন। একের পর এক বিদেশ সফর যার জলজ্যান্ত উদাহরণ। তবে এর মধ্যেও প্রচুর বিপত্তি আছে যা দেশকে অগ্রসর হওয়ার পথে বারংবার টেনে ধরছে। এই যেমন কংগ্রেস যখন একটানা দশ বছর দেশ চালিয়েছে গত ২০০৪–২০১৪ পর্যন্ত তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনরের সঙ্গে অধিকাংশ সময় সমস্যায় জড়িয়েছেন তখনকার অর্থমন্ত্রীরা। বিশেষ করে চিদম্বরমকে এর জন্য বেশি ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। এই জমানাতে সেই ছবিটা তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল। বিশেষ করে রেট কাট বা সুদের হার কমানোর প্রশ্নে এখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গর্ভনর অর্থমন্ত্রী জেটলি তথা সরকারের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছে। যদিও সম্প্রতি সুদের হার না কমানোয় সেই সম্পর্কে খানিকটা চিড় ধরেছে। তাও দেশের শিল্পের বিকাশে সুদের হার কমা যে অত্যন্ত জরুরি তা ভালোমতো বোঝেন এই গর্ভনর রঘুরাম রাজন।

কংগ্রেসের মতো সমস্যার মুখোমুখি না হলেও বিজেপি বা এনডিএ–র কাছে মূল যে সমস্যা তা হল রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। লোকসভায় গরিষ্ঠতার জেরে বিল পাশ করালেও রাজ্যসভার গেরোয় তা আটকে যাচ্ছে। আর এই দিকটাতেই ফুটে উঠছে ভারতীয় রাজনীতির সংকীর্ণ ছবি। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন যে পণ্য পরিষেবা বিল বা জমি বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছিল এখন তার বিরোধিতাতেও সরব হয়েছেন সোনিয়া গান্ধি–রাহুল গান্ধিরা। এর জন্য দেশের স্বার্থ যে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেদিকে কারও নজর নেই। এই জায়গাতেই অন্য দেশ বা পাশ্চাত্যের থেকে শিক্ষা নিতে হবে ভারতকে। এখানকার নেতাদের বুঝতে হবে ভোটের সময়ে রাজনীতির কচকচি যত হোক না কেন, দেশের উন্নয়নে সকলকে হাত মেলাতে হবে। কম্যুনিস্ট দলগুলি বা তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক পার্টি বিশ্বায়নের রশিকে টেনে ধরতে চায় এটা সকলেই জানে। কিন্তু বিজেপি এবং কংগ্রেস দেশের প্রধান দুটি দলকে জাতীয় স্বার্থে এক হতেই হবে। তবেই প্রকৃত স্বচ্ছ হয়ে উঠবে ভারত। টিম ইন্ডিয়া মানসিকতা নিয়ে এগোতে হবে দেশের যুযুধান রাজনীতিবিদদের। পণ্য পরিষেবা বা জমি বিলের মতো ইস্যুতে দ্রুত সর্বসম্মতি গড়ে তুলতে হবে। বাম–তৃণমূল–লালু–ভুলুরা বাধা দিলেও মনে রাখতে হবে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল আছে যারা দেশের স্বার্থে সরকারের কাছে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে না। এদের মধ্যে উল্লেখ করতেই হবে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু বা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কদের কথা। ক্ষেত্র বিশেষে জয়ললিতা বা করুনানিধিরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে এটাই লজ্জা এখানকার শাসক এবং প্রধান বিরোধী দল দুয়েই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আসছে একনাগাড়ে। এখন অবশ্য শাসক তৃণমূল জিএসটি নিয়ে মোদি সরকারের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করছে। তাতে শোনা যাচ্ছে অন্য একটি কথা। মূলত আর্থিক কেলেঙ্কারির চাপ থেকে বাঁচতে তৃণমলের নাকি এই ভোলবদল।

শেয়ার বাজারের আলোচনায় এত রাজনীতির চর্চা করার কারণ নিশ্চয়ই বুঝেছেন পাঠক। যার সারমর্ম হল দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতে রাজনীতির পঙ্কিল রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আসলে প্রতিদিন যে শেয়ার বাজারের চার্ট বা গ্রাফিক্স দেখা হয় তা দেশের অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয়। রাজনীতির বিবাদ তাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃত উন্নয়নের চিত্র প্রতিফলিত হলে উপকৃত হবেন দেশের আম জনতাই। গাড়ি, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ওষুধের মতো সেক্টরগুলি তখন রকেটের গতিতে ধাবিত হবে। তার মানে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র উপকৃত করছে গোটা দেশকে। গাড়ির বিক্রি বাড়ছে মানে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, পুরো অর্থনীতির মোড় ঘুরছে। মানুষ একটা বাড়ি তৈরির পর যে জিনিসটার কথা সবার আগে ভাবে তা হল গাড়ি সেক্টর বা অটো ইন্ডাস্ট্রি। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি সংগঠিত হলেও দেশের মানচিত্র পুরো দুনিয়ার কাছে উন্মুক্ত হয়ে উঠবে। এসব হওয়ার একটি বাস্তব প্রেক্ষাপটও মজুত রয়েছে। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের অর্থনীতির লগ্নিকারীদের কাছে বড় গন্তব্যস্থল হল ভারত। কারণ আমেরিকা বা ইউরোপে নতুন করে বৃদ্ধির পথ সঙ্কুচিত হচ্ছে ক্রমশই।। অন্যদিকে অর্থ–বিশ্বের আরেক তাবড় দেশ চিন মন্দায় ভুগছে ভালোরকম। চিনের সঙ্গে ব্যবসা থাকার কারণেই আজ টাটা স্টিলের মতো ভারতীয় সংস্থা ধুঁকছে সাংঘাতিকভাবে। এর মধ্যে জাপানের অর্থনীতি দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে একটু সোনালী আলো দেখছে। জার্মানির ড্যাক্স, ফ্রান্সের ক্যাক, ব্রিটেনের বাজারের পক্ষেও নয়া উত্তোরণের পথ নেই সেভাবে। তাই গোটা পৃথিবীর লগ্নিকারীদের চোখ ভারতের দিকে। সম্প্রতি কারেকশন বা সংশোধনীর পর ভারতীয় নিফটি সাড়ে সাত হাজারের ঘরে যে ভিত গড়ে তুলেছিল এ যদি বজায় থাকে তবে ভালোই কাটতে পারে ২০১৬।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**১৯ ডিসেম্বর – ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫**

**মেষ :** কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্দ্ধতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে।

**বৃষ :** পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

**মিথুন :** উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

**কর্কট :** দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

**সিংহ :** লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

**কন্যা :** গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

**তুলা :** নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

**বৃশ্চিক :** শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

**ধনু :** আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

**মকর :** ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

**কুম্ভ :** দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

**মীন :** আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

# রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থায় ২৯৮ ম্যানেজার

## কাজের খবর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** অফিস এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ২৯৮ জন কর্মী নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা। এই নিয়োগের নোটিফিকেশন নম্বর : MPP/2015/13.

অফিস এক্সিকিউটিভ : শূন্যপদ ২৪৫টি (সাধারণ ১০৫, তফসিলি জাতি ৪৮, তফসিলি উপজাতি ১৪, ওবিসি–এ ২৪ ও ওবিসি–বি ১৬, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২৮, প্রাক্তন সমরকর্মী ১০)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক। অথবা যে–কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সঙ্গে নিম্নোক্ত যে কোনও একটি যোগ্যতা থাকতে হবে – ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি (পূর্বতন ডোয়েক) থেকে কম্পিউটারে 'ও' লেভেল কোর্স পাশ। অথবা পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ১ বছরের কোর্স। অথবা মডার্ন অফিস প্র্যাক্টিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে ১ বছরের ডিপ্লোমা। অথবা ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অব ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টের অধীনস্থ কোনও রিজিওন্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার থেকে কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিসেস কোর্স পাশ। অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট কাউন্সিল অব ভোকেশনাল ট্রেনিং থেকে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস অ্যান্ড প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার ও কম্পিউটার অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স কিংবা আই টি এনাবেল্ড সার্ভিসেস এবং কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস অ্যান্ড প্রোগ্রামিং – যে কোনও একটি কম্পিনেশনসহ ভোকেশন্যাল স্ট্রিমে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। অথবা ৩ বছর মেয়াদি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের স্নাতক (বিসিএ) কোর্স পাশ। অথবা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের স্নাতক (বিবিএ)। অথবা স্ট্যাটিস্টিক্সে অনার্স–সহ সায়েন্সে স্নাতক। অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স পাস সাবজেক্ট হিসেবে পড়ে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বরসহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। বেতনক্রম : ৬,৩০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ফিনান্স) : শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি–এ ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া বা ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়া আয়োজিত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করে থাকতে হবে। অথবা ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টসে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৭০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) : শূন্যপদ ১৭টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ও ওবিসি–বি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া বা কস্ট অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ। অথবা ফিনান্স স্পেশালাইজেশন সহ এমবিএ ডিগ্রি অথবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) : শূন্যপদ ১৬টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এমবিএ বা এমপিএম বা এম এইচআরএম ডিগ্রি। অথবা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন সহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

বয়সসীমা : উপরোক্ত সবক্ষেত্রেই ১–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিময়ানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস এবং ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) ও জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত থাকবে ডেসক্রিপটিভ টাইপ টেস্ট। লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbsedcl.in অনলাইনে আবেদনের জন্য প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর (মধ্যরাত্রি)। অনলাইন দরখাস্তে পাসপোর্ট মাপের ছবি ও সই (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), বয়সের প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট এবং ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের কপি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ চালানের মাধ্যমে ৪০০ টাকা (শুধুমাত্র অফিস এক্সিকিউটিভ পদটির ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা)। জমা দিতে হবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়। তফসিলি জাতি, উপজাতি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার পর ফের ওয়েবসাইটে গিয়ে দরখাস্তে ব্যাঙ্কের দেওয়া ট্রানজ্যাকশন নম্বর এবং এসওএলআইডি আপলোড করতে হবে। সেইসঙ্গে ডব্লুবিএসইডিসিএল–এর চালান কপিটিও অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্ট্রেশন স্লিপের ১ কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এর ওপর পাসপোর্ট মাপের ফটো সাঁটবেন ও সই করবেন। অনলাইন আপলোড করা সমস্ত নথিপত্রের স্বপ্নতায়িত নকল, ব্যাঙ্ক চালানের ডব্লুবিএসইডিসিএল কপি সহ এই অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্ট্রেশন স্লিপ খামে ভরে পাঠাতেহবে নীচের ঠিকানায়। খামের ওপরে যে–পদের জন্য আবেদন করছেন সেই পদের নাম লিখবেন। ১১ জানুয়ারির মধ্যে সব নথিপত্র সাধারণ ডাকে পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : The Advertise, Post Bag No. 781, Circus Avenue Post Office, Kolkata–700 017.

অনলাইন আবেদনের পদ্ধতি এবং যে কোনও খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাই। প্রয়োজনে ফোন করতে পারেন এই হেল্পলাইনে : (০৩৩)৩২৫৪ ১৯৩৩।

### ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় আলিপুর বার্তায় চন্দননগরে আয়োজিত জগদ্ধাত্রী সম্মান শীর্ষক সংবাদে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনকারী সংস্থা রবিতীর্থের প্রধান সঙ্গীত শিল্পীর নাম মৃদুলা চট্টোপাধ্যায় (দাশগুপ্ত)–র বদলে মঞ্জুলা ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

## অয়েল এক্সপেলার মেশিন



**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সারা বছরই সরষের তেলের চাহিদা থাকে। অয়েল এক্সপেলার মেশিনের সাহায্যে সরষে থেকে তেল নিষ্কাশন করে প্যাকেটে ভরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন।

কীভাবে করবেন : বাজার থেকে সরষে কিনে এনে তা পরিমাপ মতো মেশিনের হপারে দিয়ে মেশিন চালু করলেই প্রেশারে তেল নিষ্কাশিত হবে। সেই তেল মেশিনের নীচের ফানেল দিয়ে বেরুতে থাকবে। সবশেষে ফিল্টার প্রেস মেশিনে সেই তেল ছেঁকে নিয়ে তা প্যাকেটজাত করতে হবে। উৎপাদন–ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী অয়েল এক্সপেলার মেশিনটি বিভিন্ন মাপের হয়। ৪ বোল্ট মেশিনে তেল উৎপাদন হয় ঘন্টায় ৫০ কেজি, ৬ বোল্ড মেশিনে তেল উৎপাদন হয় ঘন্টায় ৭০ কেজি এবং ৯ বোল্ড মেশিনে তেল উৎপাদন হয় ঘন্টায় ১৬০ কোজি। অয়েল এক্সপেলার মেশিনটির জন্য মোটর লাগবে ১০ থেকে ১৫ হর্সপাওয়ার। ফিল্টার প্রেস মেশিনটির জন্য মোটর লাগবে ৫ হর্সপাওয়ার। বিদ্যুৎ লাগবে ৪৪০ ভোল্ট।

### কোন মেশিনে কী ব্যবসা

কোন মেশিনের কী দাম : অয়েল এক্সপেলার মেশিনটি ৪ বোল্টের হলে দাম পড়বে ৮০,০০০ টাকা, ৬ বোল্টের হলে দাম পড়বে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ৯ বোল্টের হলে দাম পড়বে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ১০ হর্সপাওয়ার মোটরের দাম ২০,০০০ টাকা এবং ১৫ হর্সপাওয়ার মোটরের দাম ২৬,০০০ টাকা। মোটরসমেত ফিল্টার প্রেস মেশিনের দাম পড়বে ৫৫,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন : মেশিন পাবেন এই ঠিকানায় : Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata – 700 013. Ph : 2236 8015, 94324 22086. E-mail : bharatmachine-tools1@rediffmail.com

**কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা**

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা প্রেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

# গঙ্গাসাগরে তোলাবাজি বন্ধ হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবর্তনের নিয়ম মেনে ২০১৬'র ১০ জানুয়ারি শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর দ্বীপে অনুষ্ঠিত হবে দেশের অন্যতম প্রাচীন গঙ্গাসাগর মেলা।

মকর সংক্রান্তির স্নান পর্ব সফল করতে ইতিমধ্যে সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি প্রস্তুতি শুরু করেছে।

এই তীর্থ ক্ষেত্রে দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও বহু তীর্থযাত্রী গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমে স্নান করতে আসেন। লক্ষাধিক তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তার এবং স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করতে উৎসব সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, ডিভিশন্যাল রেল ম্যানেজার শিয়ালদহ, জিআরপি এবং আরপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী জানান নিরাপত্তার কারণে দুইটি ঘরের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে তীর্থযাত্রীদের থাকার হোগলার ঘর বানানো হয়। কে বা কারা এই ফাঁকা জায়গায় টেন্ট খাটিয়ে টাকা নিয়ে তীর্থ যাত্রীদের থাকতে দেয়। নিরাপত্তার দিকটা মাথায় রেখে এই 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' তোলাবাজি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তীর্থ যাত্রীদের মালপত্র বহন করার কাজে শতাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকে। কিন্তু ওই কুলিদের কোনও পরিচয়পত্র নেই, নেই কোনও কুলি বুথ। তার ফলে প্রতি নিয়ত তীর্থ যাত্রীদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। কুলি বুথ করা প্রয়োজন।

গোবিন্দবাবু জানান তীর্থ স্থানে পৌঁছনোর এখনও একটি বড় সমস্যা মুড়ি গঙ্গা এবং হেদোয়ানি দুখানি নদী পারাপার। জোয়ার ভাটার সমস্যা তো আছে তার সঙ্গে আর একটি সমস্যা হল সারেঙরা মাঝ নদীতে ভেসে দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম করে। ফলে স্বাভাবিক পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। নিরবচ্ছিন্ন ভেসেল চালু রাখতে সারেঙদের রোনটায় ডিউটি প্রবর্তন করা দরকার। হয়রানি ও নাকাল এড়াতে জোয়ার ১৩.১.২০১৬ রাত্রি ০১.০১ এবং দিবা ১২.৪৬, ১৪.১.২০১৬ রাত্রি ০১.৪৯ এবং দিনে ০.৪৪, ১৫.১.২০১৬ রাত্রি ০২.৩৭ এবং দিনে ০১.৩২. ভাটা : ১৩.১.১৬ ৫.৫১/৫.৪৬ ১৪.১.১৬ : ৬.৩৯/৬.৩৪, ১৫.১.২০১৫ : ৭.২৭/৭.২২, ১৬.১.১৬ : ৮.১৫/৮.১০) এবং ভাটার সময় ও সমস্ত যানবাহনের যাতায়াত ভাড়ার রেট জানিয়ে বড় বড় করে হিন্দি, ইংরাজি, বাংলায় লিখে হোর্ডিং দেওয়া জরুরি। এছাড়া বাঁশের ব্যারিকেড ও ড্রপ গেটগুলি শক্তপোক্ত করা দরকার। বিপদ এড়াতে ভেসেলের বহন ক্ষমতা অনুযায়ী যাত্রী তোলা উচিত। নিরাপত্তা দিতে শুধু প্রস্তাব পাঠ নয়, বাস্তবে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার আবেদন করেন গোবিন্দবাবু।

# ১৯টি ব্লকে সুন্দরবন দিবস উদযাপন

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩টি ব্লক এবং উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি ব্লকে যথাযথভাবে পালিত হল সুন্দরবন দিবস। এদিন ক্যানিং

মহকুমা বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকগুলিতে সুন্দরবন দিবস উদযাপন হয়। কয়েক হাজার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও কাকদ্বীপ, সাগর, পাথর-প্রতিমা, কুলতলি, সন্দেশখালি-১ ও ২ প্রমুখ ব্লকগুলিতে সুন্দরবন দিবস উদযাপন হয়। এদিন কাকদ্বীপ ব্লকে সুন্দরবন দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। তিনি বলেন সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সাগর পর্যন্ত মোট সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে সুন্দরবন দিবস উদযাপন হল। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের বসবাস। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের ১৯টি ব্লকের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুন্দরবন পৃথক জেলা ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ বছরের মধ্যে নতুন সুন্দরবন জেলা আত্মপ্রকাশ করবে। এর ফলে সুন্দরবনে বাজেট বৃদ্ধি পাবে। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা আরও বলেন সুন্দরবনকে বাঁচাতে সুন্দরবনের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সুন্দরবনবাসী পারে সুন্দরবনকে বাঁচাতে। সুন্দরবনের যে সমস্ত নদীগুলিতে পলি পড়ে চড় উঠছে। সেখানে ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে বন সৃজন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সুন্দরবন দফতর। মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। রাজ্যর ছাত্রী ছাত্রীদের ৮৫ লক্ষ স্কলারশিপ, ৪০ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে।

সাড়ে চার বছরে রাজ্যে ৩০টি কলেজ এবং ১৪টি বেসরকারি কলেজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই জেলায় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। সুন্দরবনের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে সরকার বদ্ধ পরিকর। সুন্দরবনবাসীর পাশে সরকার আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলাধুলা, পানীয় জল, সেচ, কৃষি প্রমুখ বিষয়ে সুন্দরবনে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। ক্যানিং-১ ব্লকের বঙ্কুমহল প্রাঙ্গনে সুন্দরবন দিবসে ক্যানিং পশ্চিমকেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের শ্যামল মণ্ডল বলেন, ১৯৭৩ সালে দেশের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সুন্দরবনের সব কিছু দেখে শুনে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেন। মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুধু সুন্দরবন নয়, সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। আগামী দিনে সুন্দরবনবাসী পথ দেখাবে। সুন্দরবনের সকল শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করে তোলা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্যে চালু হয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। ফলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে। শিক্ষা জ্ঞানের আলো। যা সুন্দরবনকে আলোকিত করে তুলতে পারে। এদিন প্রত্যেকটি ব্লকে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক, সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিল। যা চোখে পড়ার মতো। কয়েক হাজার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ থেকে। ক্যুইজ, আবৃত্তি, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

# মৃত জলাশয় প্রাণ পাচ্ছে পুরপিতার উদ্যোগে

**বিবেকানন্দ মিত্র, সোনারপুর:** কয়েক বিঘের জলাশয়। স্থানীয় মানুষের পরিচিত নাম ১ নং ঝিল। প্রায় বছর পঞ্চাশের প্রৌঢ়, নিষ্প্রাণ মৃত হয়ে আছে প্রায় ২৫ বছর। দূর থেকে দেখলে জলাশয় ভাবলে ভুল হবে। পুরোটাই জলজ লতাপাতা আর নোংরা আবর্জনা মাথায় নিয়ে ভেসে আছে। ঠিকানা রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩০ নং ওয়ার্ড। অঞ্চলটি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। স্থানীয় মানুষেরা বহু বছর ধরে পুরসভার কাছে আবেদন নিবেদন করে শুধু আশ্বাসই জুটেছে সংস্কারের কোনও কাজ হয়নি। তাই এবার পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অঞ্চলের মানুষের শুধুই দাবি ছিল এই ঝিলটি সংস্কারের। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জয় লাভ করলে ৬ মাসের মধ্যে ঝিলটির সংস্কার হবে।

অঞ্চলের মানুষের ধারণা ছিল বহু বছর ধরে আবেদন, নিবেদনের পরও যখন সংস্কার হয়নি তাই এর সংস্কার হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু প্রচলিত এই সামাজিক ধারণাকে পাল্টে দিতে চলেছেন সঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, সবে মাত্র ঝিলটির নোংরা পরিষ্কার শুরু হয়েছে। পরিষ্কার হতে মাস দু-এক লাগবে। তারপর নোংরা জল অপসারিত করে সমস্ত পাড়গুলি বাধানো হবে। চারদিকে মানুষের বসবার জায়গা আর বিদ্যুৎবাতির আলোকস্তম্ভ হবে। পুরপিতা প্রায় প্রতিদিনই স্বয়ং সংস্কারের কাজে নজরদারি করছেন। স্থানীয় মানুষজন এখন খুবই আনন্দিত, উল্লসিত।

# বেটি জিন্দাবাদ

**বিশ্বজিৎ পাল, জীবনতলা:** গত ১১ ডিসেম্বর ক্যানিং-২ ব্লকের জীবনতলা থানার তাম্বুলদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত মাঠে বাগমারী মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশনের উদ্যোগে এবং অ্যাকশান এইড-এর সহায়তায় বেটি জিন্দাবাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সদস্য রুস্তম মোল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাম্বুলদহ ১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষ পুরকাইত, হাসিদা বেগম, সংস্থার কর্ণধার শামসুল আলম খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ২ হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলার মাধ্যমে বেটি জিন্দাবাদ বিষয়ে সচেতন করা হয়। এছাড়াও নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে সচেতন শিবিরের আয়োজন হয়। রুস্তম মোল্লা বলেন, অল্প বয়সে বিয়ে হলে প্রশাসনকে জানান। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার সামসুল আলম খান বলেন ক্যানিং-২ ব্লকে ৭০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায় মানুষের বসবাস। এছাড়াও এই ব্লকে ১৮টি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম আছে। প্রায় ৪০ হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত বসবাস করে। সমাজে মা ও শিশুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সচেতন অনুষ্ঠান। এদিন মেয়েদের ফুটবল, ক্রিকেট সহ বিভিন্ন খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সংস্কৃতি মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

# মানবাধিকার নিয়ে সেমিনার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি :** মানবাধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার মঞ্চের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া মিল গেট-এর দুর্গামণ্ডপে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে চন্দননগর কোর্টের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দয়াশঙ্কর রায় বলেন, যারা আদালতে যাবেন যদি তাদের টাকাপয়সা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনা খরচে আইনজীবীর সুযোগ সুবিধা পাবেন লোক আদালত থেকে। ডঃ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ভারতে ১৯৪৮ সালে হিউম্যান রাইটস আইন চালু হয়। এতে মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। চন্দননগর লিগ্যাল সার্ভিসেস-এর চেয়ারম্যান তথা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট বিচারক আরতি শর্মা রায় তাঁর বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার কাউন্সিলর গৌতম সরকার, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মন্মথ নাথ ভদ্র, সচিব দেবাশিস মল্লিক, ভদ্রেশ্বর পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলর (৭ নম্বর ওয়ার্ডের) রাজ কুমার সাউ। সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সদস্য জোয়ালা মাহাতো।

# শহরে শীতাতপ কমিউনিটি হল গ্রাম রয়ে গেল সেই সাবেকি ধাঁচেই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** উচ্চতায় এবং আধুনিকতায় শহরের সব থেকে বড়ো 'আগমনী' নামে ঝাঁ-চকচকে কমিউনিটি হল কাম অডিটোরিয়ামের দ্বারোদ্ঘাটন হলো ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে পর্ণশ্রী পল্লির ছাতা পার্ক সংলগ্ন বিতর্কিত হাতী পার্কে গত ১২ ডিসেম্বর। বেহালার প্রথম এই কমিউনিটি হলের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে রায়দিঘির তৃণমূল বিধায়ক দেবশ্রী রায় এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল লোকসভার সাংসদ দীপক অধিকারীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পরিস্কার গ্রামের অবস্থা। তাঁরা দু'জনেই হাজারো পর্ণশ্রীবাসীর উপস্থিতিতে নিজের এলাকার একাধিক অসম্পূর্ণ কাজের রূপায়ণের দাবিদাওয়া জানান। প্রত্যুত্তরে আগমনীর দ্বারোদ্ঘাটক রাজ্যের শিক্ষা ও পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মঞ্চেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাছ থেকে সে বিষয়ে প্রস্তাব চেয়ে বসলেন। অভিনেত্রী দেবশ্রী তো সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেই বসলেন, এই আগমনী হলের নির্মাণ কাজ অসাধারণ, অতীব দৃষ্টিনন্দন। পার্থদা ও শোভনদা বেহালার জন্য কত ভাবেন ও তার উপস্থাপনা করেন। রায়দিঘির জন্য পার্থদা যদি কিছু একটু ভাবেন তবে উপকৃত হই। আর অভিনেতা দীপকেরও বক্তব্য অনুরূপ। তিনি বলেন শুধু বেহালার জন্য করলে হবে, আমাদের ঘাটালের জন্যও কিছু করুন। দুজনের গলাতেই আক্ষেপের সুর।

৪০টিরও অধিক এয়ারকন্ডিশন সমন্বিত নীল-সাদা ঝাঁ-চকচকে আধুনিক কমিউনিটি হলটির প্রতিটি ফ্লোরের গড় পরিমাণ ৪৫০০ বর্গফুট। প্রথম ও দ্বিতীয় তলের প্রতিটি তল ৩০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট। যা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ত্রিতলে প্রায় ৩০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়মটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হবে। আর চতুর্থতলের

খোলা ছাদের দু'প্রান্তে বৃহদায়তন দু'টি অফিস রুম রয়েছে যা পুরসভা ব্যবহার করবে। বারান্দায় অতীব সুন্দর ঝাড়বাতি বসানো রয়েছে। আলাদা রেস্টরুমও রয়েছে। প্রায় ৩ কোটি পুর অর্থ ব্যয়ে বছর খানেকের মধ্যেই কমিউনিটি হলটির তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। সভাপতির বক্তৃতায় মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, শহরের পিসি চন্দ্র হল বা মহারাষ্ট্র নিবাস ইত্যাদি বিবাহ বা অন্যান্য কাজে ভাড়া নিতে গেলে দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা পড়ে, সেখানে পুরসভা আরও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত শহরের কমিউনিটি হলগুলি বিভিন্ন পারিবারিক কাজে কয়েক হাজার টাকায় ভাড়া নিতে পারবেন পুরবাসীরা। গত সাড়ে পাঁচ বছরে শহরে বেশ কয়েকটি কমিউনিটি হল হয়েছে। জায়গার ব্যবস্থা হলে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে কমিউনিটি হল নির্মিত হবে বলে মহানাগরিক জানান।

পশ্চিম বেহালার গত ১৫ বছরের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় দ্বারোদ্ঘাটন বক্তৃতায় বলেন, মূল কলকাতার তিলোত্তমার কাজ সম্পূর্ণ। কলকাতার অ্যাডেড এরিয়াবাসীর ভাবনা ছিল এটাও কবে তিলোত্তমা হয়ে উঠবে। ২০১০-এর পর থেকে বেহালাও কলকাতার মতো তিলোত্তমা হয়ে উঠছে। রাজ্য সরকারের দেওয়া ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিডব্লুডি-র উদ্যোগে পর্ণশ্রীর বিবেকানন্দ যক্ষ্মা হাসপাতালের অব্যবহৃত জমিতে একটি পলিটেকনিক কলেজ। এবং পর্ণশ্রী কলেজ সংলগ্ন একটি আইটিআই এবং বেহালার সাগর মান্না রোডে রাজ্যের প্রথম সরকারি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি মাধ্যম মাধ্যমিক স্কুল গড়ে উঠছে। স্থানীয় সাংসদ সুব্রত বক্সী বলেন, গত ছ'বছরে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় কলকাতাবাসীকে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন কলকাতা মহানগর উপহার দিয়েছেন। ৫৯টি 'আবর্জনা-মোচন কেন্দ্র' (কমপ্যাক্টর স্টেশন) শহরকে নিত্য জঞ্জাল মুক্ত রেখেছে। পূর্ব কলকাতার ১৬ লক্ষ মানুষ ধাপার জয় হিন্দ জল প্রকল্প থেকে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছে। কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৬৮২টি সবুজ উদ্যান কলকাতার বাতাসকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উপযুক্ত করে তুলেছে। 'আগমনী'র দ্বারোদ্ঘাটনে মেয়র পারিষদ সড়ক ও শিক্ষা, ৯ ও ১৪-র বরোর সভাপতি, ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের সাম্প্রতিক অতীতের বিজেপি পুর প্রতিনিধি অসীম কুমার বসু (বাবাই), ডিজি (সিভিল) পিকে দুয়া, ডিজি (আলো) সঞ্জয় ভৌমিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আবৃত্তিকার সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়।


# আলিপুর বার্তা পঞ্চাশে পা

**আলিপুর মহকুমার অনুষ্ঠান**

১৯ জানুয়ারি, ২০১৬, দুপুর আড়াইটে

স্থান-বাওয়ালী ফুটবল মাঠ বাওয়ালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

থাকবেন জেলা ও মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

**সকলকে সাদর আমন্ত্রণ**

সহযোগী : সঞ্চিতা শিল্ড কিশোর উৎসব ও মেলা


# মহানগরে

# 'খ'-ও এবার আধুনিক হচ্ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শহর-মহানগর কী গ্রাম-গ্রামান্তরে রেডিও -র বেশ কিছু শ্রোতা আছেন যাঁদের কাছে আধুনিক এফ এম চ্যানেল নয়, এখনও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য আকাশবাণীর সেই সাবেক কালের কলকাতার 'ক' এবং 'খ' কেন্দ্রটির সম্প্রচার। ঝাঁ চকচকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়ায় রেডিও সেটের প্রিয় স্টেশনটি যাতে স্পষ্ট শোনা যায় সেজন্য কলকাতা 'ক' স্টেশনটি ইতিমধ্যেই গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে পুরনো ট্রান্সমিটার বদলে নয়া ডিআরএম (ডিজিটাল রেডিও মনডিয়েল) ট্রান্সমিটার (২০০ কিলো হার্টৎস) বসানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতার রেডিও কর্তাদের ভাবনা, কলকাতা 'খ' কেন্দ্রের সম্প্রচার এখন ভালো নয়। সেজন্য আগামী কয়েকমাসের মধ্যে এই স্টেশনের ট্রান্সফরমারটিকে বদলে নয়া ডিআরএম ট্রান্সমিটার বসানো হবে।

জোড়াসাঁকো নাটকের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'জোড়াসাঁকো মঞ্চগাথা' নামক এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। যার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত-নৃত্য- নাট্য আকাদেমির চেয়ারম্যান তথা অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায় চৌধুরি এবং বিশিষ্টরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

# খবর চেপে রেখেই ডেঙ্গি বাড়ালো পুরসভা

**বরুণ মণ্ডল:** কলকাতা শহরে আগে যে পতঙ্গবাহিত রোগ ডেঙ্গিতে কোনও শহরবাসীর মৃত্যু হয়নি তা নয়। আগেও শহরবাসীর ডেঙ্গিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও সে খবর বেমালুম চেপে গিয়েছিল পুর স্বাস্থ্য দফতর। আর সেই ধামাচাপা রেখে দেওয়াই বর্তমানে 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলে ভাবতে শুরু করেছে কলকাতা শহর ডেঙ্গি মুক্ত এলাকা। কিন্তু সেটা যে ভুয়ো খবর এবার তা প্রকাশ পাচ্ছে প্রবলাকারে সামগ্রিকভাবে বিপদ বেড়েছে। শহরের ১৬টি বরো কার্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশ বরোর স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মৌখিক হিসাবে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে শহরের হাসপাতাল ও নার্সিংহোম মিলিয়ে কম করে ১০০০ ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ভর্তি রয়েছে।

অনেকের বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে। তবে সব থেকে বেশি খারাপ অবস্থা বরো নম্বর ৭ (ওয়ার্ড নম্বর : ৫৬-৫৯, ৬৩-৬৭) এবং বরো নম্বর ৮ (ওয়ার্ড নম্বর : ৬৮-৭০, ৭২, ৮৩-৮৮ ও ৯০) এলাকা। প্রতি সপ্তাহেই কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোনওটাই পুরসভার রেকর্ডে উঠছে না। প্রসঙ্গত, পুর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে তৃণমূল পুরবোর্ডের সাফল্য অভূতপূর্ব। ২০১১-'১৪ পর্যন্ত এই দুই পতঙ্গবাহিত রোগে কোনও নাগরিকের মৃত্যু ঘটেনি।

# ২ জানুয়ারির মধ্যেই শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণির বই পাবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে পড়ুয়াদের হাতে বিনামূল্যে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত পাঠ্যবই ও টেস্ট পেপার তুলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এ রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের বিশেষজ্ঞ কমিটি ও পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি জেইউর তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক অভীক মজুমদার জানান, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের বাংলার দুটো বই (মূল বাংলা বই ও সহায়ক পাঠ) ইংরেজির দু'টো বই (মূল ইংরেজি বই ও সহায়ক পাঠ) এবং গণিতের দু'টো বই বিনামূল্যে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ২ জানুয়ারি মধ্যেই রাজ্যের ১২ লাখেরও অধিক দশম শ্রেণির পড়ুয়ারাও দু'টি বাংলা, একটি ইংরেজি ও একটি গণিত বই পাবে। পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্যপুস্তকগুলি ঠিক মতো পৌঁছোচ্ছে কী না তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের 'জেলা পরিদর্শক'দের (ডিস্ট্রিক ইন্সপেক্টর) অনুরোধ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, আগামী দিনে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত পাঠ্যবই ও টেস্ট পেপার বিনামূল্যে দেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১৯ ডিসেম্বর – ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫

# হেরল্ড নিয়ে হইচই নেতাজি ফান্ড নিয়ে নীরব

দেশ ভাগের পর ভারতবর্ষের প্রথম সেনাবাহিনীর জিপ কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস আবারও আর্থিক কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত। বহু স্ক্যাম বা ঘোটালা একের পর এক ঘটেছে বিভিন্ন সময়। সেই অনুযায়ী ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনও হয়েছে একাধিক বার।

জওহরলাল নেহেরুর সম্পাদনায় ন্যাশনাল হেরল্ড পত্রিকাটি একসময় একটি অন্যতম রাজনৈতিক সংবাদপত্র হিসেবে বিভিন্ন মহলে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এবার অভিযোগ উঠেছে খোদ নেহেরু পরিবারের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির আর্থিক অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে লোকসভার অন্দরে। দিনের পর দিন লোকসভা তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেনি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার বহু প্রাজ্ঞ ও প্রাচীন সাংসদ লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে থাকলেও হেরল্ড নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থানকে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে ব্যর্থ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের বিপুল পরিমাণে অর্থ সম্পদ রত্ন ইত্যাদি দান করা হয়েছিল আজাদহিন্দ সরকারের কর্ণধার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে। বিপুল পরিমাণ সেই অর্থ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ, আজাদহিন্দ ফান্ড ও নেতাজি ফান্ডে সঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নেতাজির কয়েকজন ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের বিশ্বাসঘাতকতায় আইএনএ–এর ব্যাঙ্কের বিপুল পরিমাণ অর্থ লোপাট হয়ে যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ফাইল থেকে জানা গিয়েছে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ইন্ডিয়ান ওভারসিস ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে নেতাজি ফান্ডের টাকা জমা করেন। ভারতবর্ষের বুকে আজাদহিন্দদের দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা হয়ে যায় ব্রাত্য। চরম দারিদ্রতায় তারা হারিয়ে যায় জনারণ্যে। দেশপ্রেমের মাশুল তারা তিলে তিলে 'স্বাধীন ভারতে' দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা জানতেও পারেননি নেতাজি তাঁদের ভবিষ্যতের পেনশনের জন্য রেখে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রাপ্য অর্থ। এমনকী ১৯৮৭ সালেও জাপান, বার্মা, সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় ১৮৭ কোটি টাকা ভারত সরকারের কাছে প্রত্যার্পণ করা হয় যা ছিল একান্তই আজাদহিন্দ সরকারের অর্থ। সেই অর্থ আন্তর্জাতিক স্তরে যে লুঠপাট হয়েছিল তার সঙ্গে গিয়েছে নেহেরু এবং জাতীয় কংগ্রেস দলটি। বিস্ময়ের ব্যাপার লোকসভায় কেউ সেদিনের হিসাবে চাইল না। হিসাব চাইল না জাতীয় বীর সৈনিকদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তার কৈফিয়ত। একেই কি বলে অসহিষ্ণুতা ও সহিষ্ণুতার সহাবস্থান? সেদিনের জাতীয় কংগ্রেস যে অন্যায় করেছিল আজ অন্তত তারা ভুল স্বীকার করুক।

## অমৃত কথা

যতক্ষণ অহঙ্কার–ততক্ষণ অজ্ঞান, অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই।নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়, চাতক পাখীর বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না, খাল জমি চাই, তবে জল জমে, তবে চাষ হয়।

একজন বললে, 'অবাঙ্মনসাগোচরং' তিনি মনের অগোচর, তাঁকে কিভাবে ধারণা করব? শুদ্ধ মনের গাচর, এ বুদ্ধির গোচর নন, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।

তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। নারদ ঋষি যাচ্ছেন, পথে দুই যোগীর সঙ্গে দেখা। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন, 'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছ, তিনি কি কচ্ছেন?' নারদ বললেন, 'দেখে এলাম



তিনি ছুঁচের ছেঁদার ভেতর দিয়ে উট, হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন আর বার কচ্ছেন।' একজন বললেন তা আর আশ্চর্য কি, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু অপর জন বললেন তাও কি হতে পারে। তবেতুমি কখনও সেখানে যাওনি।

নৌকাস্থিত ব্যক্তি সামনে ভয়ঙ্কর স্রোতকে আসতে দেখে ভয়ে ভীত হয়েকাতরে ভগবানের কাছে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলে চীৎকার করে, কিন্তু যখন স্রোত এসে তার পায়ের তলা দিয়ে চলে যায়, তখন সেও 'যা শালা' বলে নিশ্চিন্ত হয়। বদ্ধ জীবেরও ওই দশা। যখন বিপদে পড়ে, তখন কাতরে কতই প্রার্থনাকরে, কিন্তু বিপদ চলে গেলে সব ভুলে যায়।

জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করত না। তখন তাঁদের খুব তেজস্বী ভাব ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা যায়নি, বলেছিলেন, 'রাজাকো আনে বোলো।' তারপর রাজা ও অন্যান্য সকলে তাঁদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর কাউকে ডাকতে হত না। তাঁরা স্বয়ংই রাজার কাছে গিয়ে বলতেন 'মহারাজ আশীর্বাদ করতে এসেছি এই নির্ম্মাল্য এনেছি ধারণ করুন।' কাজেই তাঁদের ওই করতে হত কেন না আজ তাঁদের ঘর তুলতে হবে, কাল তাঁদের পুত্রের অন্নপ্রশন, পরশু তাঁদের হাতে খড়ি ইত্যাদি নানা কারণে পয়সার দরকার।

যাঁদের চৈতন্য হয়েছে, 'ঈশ্বরই বস্তু–আর সব অবস্তু, অনিত্য বলে বোধ হয়েছে' তাঁদের ভাব আর এক রকম। তাঁরা জানেন, যে ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। ঈশ্বরের ওপর তাদের এত ভালোবাসা যে, যে কাজ তারা করে তাই স?ৎকাজ। তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, কেননা তারা জানে এ কাজের কর্তা আমি নই,আমিতাঁরদাস, আমিযন্ত্র তিনি যন্ত্রী,যেমনকরান তেমনি করি,যেমন বলান তেমনি বলি,যেমন চালান–তেমনি চলি।

## ফেসবুক বার্তা




'মুক্তিরও মন্দির সোপানো তলে, কত প্রাণ হল বলিদান'। ফেসবুকের অলিন্দে হাজির অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অপ্রতিরোধ্য লড়াইয়ের ছবি।

# মুক্তিযুদ্ধের চোখে ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক

**সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৪৫ বছর পূর্ণ হল। এই স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে ভারতের অবদান যে সিংহভাগ তা বাংলাদেশের নবজাতকও জানে। অথচ বাংলাদেশে বসবাসকারী একটি বিশেষ ধর্মের উগ্রচেতনায় বিশ্বাসী মানুষ ভুলে যায় তাদের স্বাধীনতার মূল্য ভারতের ত্রাণ–পুনর্বাসন–সামরিক শক্তির অবদান। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভারতের সামরিক বাহিনীর দু সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকার মাঝে যে রক্তস্নাত সূর্যের বৃত্ত দেখা যায়, সেই স্বাধীন পতাকা উত্তোলন সম্ভবপর হয়েছিল। শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর অবদান তুলে ধরলে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালে বা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসীরা রাগ করতে পারে। এদেশের গণমাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এমনকি পশ্চিমবঙ্গ অসম উপত্যকার জনগণ কোনও না কোনও ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। গড়ে উঠেছিল ত্রাণ পুনর্বাসন কমিটি। মুক্তি যুদ্ধের বিপ্লবী বাঘা সিদ্দিকি রহমান, জাহিরুল হক সহ ব্যক্তিদের বাঙালি তাঁর অন্দরমহলে ভোজন শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল গোপনে।

মুক্তিযুদ্ধের রোমন্থন করা লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। লেখক তখন স্কুলের ব্যাগ কাঁধে দেয় নি। স্মৃতি মেদুরতায় আচ্ছন্ন বাবা–কাকা এমন অনেক বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের সরণীতে হাঁটার অভিজ্ঞতা। আমার বাবা প্রয়াত সুশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সদাচার সমিতির সম্পাদক। নব প্রজন্ম কেন আমাদের প্রজন্মের অনেকে জানে না এই সদাচার সমিতির অবদান। ১৯৬৬ সালে গান্ধিবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন গুলজারি লাল নন্দ। তিনি রাজনীতি থেকে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারকে দূর করার জন্য সদাচার সমিতি গঠন করেছিলেন। বাঘা সিদ্দিকি, নুরুল ইসলাম সহ একাধিক মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল সদাচার সমিতি। আকাশবাণীতে দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণবেশ সেনের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিদিনের স্ক্রিপ্ট পশ্চিমবাংলার জনমানসে পূর্ববাংলার স্বাধীনতার প্রতি জনসমর্থন জাগিয়েছিল।

বসিরহাট থানার শাঁকচূড়া–বাখুন্ডি গ্রামের ঘোঁচবাড়ির মাঠে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানা। ইচ্ছামতি নদী পেরিয়ে সাতক্ষীরা জেলা দিয়ে যোদ্ধারা পাকিস্তানের রাজকার (সেনা) বাহিনীর সাথে লড়াই করত। এই গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদ স্তম্ভ স্থানীয় আদিবাসীরা গড়ে তুলেছে। ত্রিপুরার কাধালিয়া গ্রামে গড়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের এই সাহায্য সম্ভবপর হয়েছিল ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সক্রিয়তায়। প্রতিবেশি রাষ্ট্র পাকিস্তানের আয়ুব খাঁর সামরিক অত্যাচার থেকে যখন মুক্তি চাইছে তখন ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি। সামরিক শাসক ইয়াইয়া খানের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষিদের ওপর সামরিক অত্যাচার শুরু হয়। এই সামরিক বাহিনীর অত্যাচার ধর্ষণে নিরীহ মহিলা শুধু লালসার শিকার হয় নি। তাদের বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে।

বাংলা ভাষাকে জাতীয়তার মর্যাদা দেওয়ার লড়াইটা শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সাল থেকে। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা বাংলাকে জাতীয়তার স্বীকৃতি। ১৯৫২–এর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালনের উৎস এই আন্দোলন। ওই দিন পাকিস্তান সরকার মেনে নেয় বাংলা ভাষার জাতীয় মর্যাদা। পরবর্তী ধাপ বাংলাভাষা চেতনায় জাতি–রাষ্ট্র গঠনের দাবি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করার কৃতিত্বের দাবিদার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পরামর্শ মতো রাষ্ট্র মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ ১৯৬০–এর দশক থেকে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭০–এর পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্বতন্ত্রতার দাবিটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকার স্বতন্ত্রতার দাবিটি প্রকাশ্যে আসে। আওয়ামী লিগ ৩১৩টি বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের আসনে ১১৭টি আসন দখল করে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই বিরাট জয় মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধাদের অক্সিজেন দেয়। ১৯৭১–এর মার্চ মাস থেকে গণ আন্দোলনে উত্তাল হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলন ভারতে সার্বিক সাহায্যদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ভালো চোখে নেয় নি। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন, পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিংগার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করতে শুরু করে। তাকে 'ডাইনি' বলতেও নিজেকে হীনমন্য বোধ করেন নি। চিন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যদানে এগিয়ে আসে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির বাস্তববাদী রাজনীতি–কূটনীতি মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশের জয়লাভ সম্ভব পর হয়। ভারত প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালে মার্কিন–চিন বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে জাতিপুঞ্জ বাংলাদেশকে সদস্য পদ মনোনীত করে। ১৯৭২–এর নির্বাচনে



ইন্দিরা গান্ধি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়। আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্সন 'ওয়াটার গেট' কেলেংকারিতে এমন ভাবে ফাঁসলেন যে, মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্টের খবরের চাপে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হল।

১৯৭১–৭৫ আওয়ামী লিগের সর্বময় অধিকর্তা মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতিত্বে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ ভারত বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে সুশাসন গড়ে তুলেছিল। ১৯৭২–এ নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ভাষার ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম জাতীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশের এই বিজয় পাকিস্তান কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তারা। এই দেশে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের মদতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে খতম করা প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। পাক মদত পুষ্ট বিভীষণরা দেশের সামরিক বাহিনীর সাথে বন্ধন করে ১৯৭৫–এর আগস্ট মাসে মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। এই মুজিব হত্যার ঘাতকদের অনেকেই চিহ্নিত করেছে বর্তমান সরকার। যুদ্ধ ঘাতকদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে আলি আফগান মহম্মদ– শালাউদ্দিন চৌধুরীদের। শোনা যায় মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক মুজিব হত্যার ঘাতকরা এখনো দেশ–বিদেশে বেঁচে আছে।

মুজিব হত্যার পর সামরিক শাসন জিয়াউর রহমানের শাসন ভুলে গেল রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ভারতের বন্দুত্বের বন্ধন। বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হল। ভারত নয়, বন্ধুত্বের সন্ধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। কূটনীতির ক্ষেত্রে জিয়ার একটা লক্ষ্য ছিল ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদ–সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে মদত দিয়ে পাকিস্তানের সাথে আরও বেশি করে সখ্যতা বৃদ্ধি করা। ১৯৮০ এর দশকে অসমে নেলী গণহত্যা থেকে শুরু করে পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বাংলাদেশের কূটনৈতিক শত্রুতার নজির তথ্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের মহাফেজখানায় খুঁজলে পাওয়া যাবে। জিয়ার পরবর্তী সামরিক শাসক পরবর্তীকালে যিনি নির্বাচনী প্রহসনে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।) হোসেন মহম্মদ এরশাদ জিয়ার ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছিলেন। তবে এরশাদ কূটনীতি ভালো বুঝতেন। যে কারণে ১৯৮৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সাথে উদ্যোগ নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক জোট কূটনীতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বার্থে সার্ক বা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংহতি পরিষদ পাকিস্তান–ভুটান–মালদ্বীপ–নেপাল–শ্রীলঙ্কা সহ রাষ্ট্রগুলি জোট প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৮০–এর দশকের শেষে দিক থেকে ভারত বাংলাদেশ তিক্ততা চরমে পৌঁছয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমার স্থানীয় মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিদ্রোহ শুরু করে। তারা ভারতে পালিয়ে আসতে শুরু করে। ভারত একপ্রকার বাধ্য হয়ে একমাসের কূটনৈতিক আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। ভারত বাংলাদেশ দ্বি–পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল উদ্বাস্তু সমস্যা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতে ৮১ লক্ষ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়াও সীমান্ত পথে আসাম ত্রিপুরার ও পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ–টাকি–বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে উদ্বাস্তুরা এদেশে চলে আসছে। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা, রাতের অন্ধকারে ইছামতি নদী দিয়ে 'সাঁতরে' এদেশের গরু বাংলাদেশে যায় আর বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে আসে। আমাদের দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তখন টাকা নিয়ে অথবা ক্যাম্পে নাক ডেকে ঘুমায়। সবচেয়ে কৌতুহলের বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গে বাম–ডানের বদান্যতায় এরা সহজেই নাগরিকত্ব লাভ করে। দমদম বাগুইআটি–কেষ্টপুর–জগৎপুরে এমন অনেক বাংলাদেশী বসবাস করে। যাদের কাছ থেকে ভারত–বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের পরিচয় ভোটার কার্ড রেশন কার্ড পাওয়া যাবে অথচ আমাদের দেশের প্রশাসন নির্বিকার।

১৯৯২ সালে রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ভারত বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কে ছায়াপাত করেছিল। মৌলবাদের জঙ্গি বর্বরোচিত কার্যকলাপে মন্দির ধ্বংস শুধু নয় খুন ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে। সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত কমিশনের রিপোর্টে মৌলবাদের তান্ডবের দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথচ ১৯৯০–এর ৩১ মার্চ তৎকালীন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গঙ্গা জল বন্টনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছিলেন। ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবদুস সামাদের মধ্যে ৩০ বছরের দীর্ঘ চুক্তির দ্বারা গঙ্গা জল বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯২ সালে ৩ বিঘা জমি হস্তান্তরকরণ করা হয়।

১৯৯৬–২০০১ এবং ২০০৯ থেকে বর্তমান ভারত বাংলাদেশ বিদেশনীতি ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকভাবে চায় এই উপমহাদেশে ভারতের সাথে গভীর বন্ধুত্ব রক্ষা করতে। ১৯৯৮ সালে কলকাতা–ঢাকা যে মৈত্রী বাস এবং ২০০৫ সালে যে মৈত্রী ট্রেন দুই দেশের মধ্যে চালু হয়েছে তার যাত্রাপথে দীর্ঘ সম্পর্কের বন্ধন অটুট করতে। চালু হয়েছে কলকাতা–ঢাকা–ত্রিপুরা বাস সার্ভিস। ছিট মহলের সমস্যা সমাধান হয়েছে। তিস্তা জলবন্টন নিয়ে সমস্যা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বাংলার চাষিকে ভুখা রেখে বাংলাদেশে চাষের জল সরবরাহ করা। বাংলাদেশ সরকারও এবছরে পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছে। তবে দুই দেশের মধ্যে ৭ মিলিয়ান মার্কিন ডলার বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আশঙ্কার ঘটনা যেভাবে বাংলাদেশে ইসলামীয় মৌলবাদ সক্রিয় হয়েছে এবং ভারত বিরোধী জঙ্গি নাশকতায় এই গোষ্ঠীগুলির মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা অদূর ভবিষ্যতে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের সংকট ডেকে আনবে। এবছর অভিজিৎ রায়–ওয়াসিম রহমান–নিলয় চট্টোপাধ্যায়রা ইসলামীয় জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধের ব্লগ লেখার অপরাধে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছেন। এই অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষার চ্যালেঞ্জ।

# কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন "কমল" তুলিতে

**নির্মল গোস্বামী**

তিনি যে ভয় পান নাই তাহা দেশবাসীগণকে জানানোর জন্য নিজের পরিচয়টার কথা জোর গলায় বলিয়াছে। তিনি ইন্দিরা গান্ধির বৌমা এই কথাটা কমলের অধিকারিগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ যাবৎ আমাদের দেশে পিতৃ পরিচয়ে, মাতৃ পরিচয়ে অথবা মহিলারা স্বামির পরিচয়ে গরবিনী হত। ডিএনএ ধারকও সন্তানের শরীরে মনে পিতা মাতার গুণাবলী প্রকাশ পায় এটা বিজ্ঞান স্বীকৃত। আর স্বামীর স্ত্রী – স্বামীর সর্বকাজের সঙ্গী হওয়ার দরুণ স্বামীর শিক্ষায় দীক্ষায় সমৃদ্ধ হয় কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। অনেক সময় স্বামীর অপুরিত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করতে হয়। তাতে কিঞ্চিত বাহনের পরিচয় অবশ্যই মেলে। বর্তমানে কংগ্রেস সভা নেত্রী সনিয়া গান্ধির কিঞ্চিত বুদ্ধি ও সাহস যে আছে তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কারণ তিনিও ওই স্বামীর ছেড়ে যাওয়া কংগ্রেসকে এদেশে জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি সফলভাবে ১০ বছর সরকার চালিয়ে সেই দায়িত্বের যোগ্য বলেও নিজেকে প্রমাণিত করছেন। হঠাৎ করে শাশুড়ির পরিচয় জাহির করার প্রয়োজন হল কেন? এটা জনগণের কাছে একটু অভিনব নয় কি? কারন শাশুড়ির পরিচয়ে পরিচিত হওয়াটা আমাদের দেশাচার সম্মত নয়। তবে কি কোনও ঘটনার সমাপতনে মিল আছে?

ইতিহাস বলে যে সনিয়াজি দাদা শশুড়, স্বামী কেউ জেল খাটেনি। কিন্তু শাশুড়ি এক দিনের জন্য হলেও তিহার জেলে কাটিয়েছেন। ন্যাশনাল হেরল্ড কেসে সনিয়াজি সত্যিই কি ভয় পেয়েছেন। হয়তো শ্রীঘর বাস হতে পারে তার অগ্রিম ভাবনা থেকেই ইন্দিরজির নামটা মনে এসে গিয়েছে?

মুখে যতই বলুন ভয় তিনি এক নন তাঁর পুত্র সহ তাঁর গোটা কংগ্রেস দল ভয় পেয়েছে। তা না হলে ছুঁচোর মল পর্বতে তোলায় প্রয়োজনটা কি? কোর্ট কেন সশরীরে কোর্টে হাজির না হওয়া আর্জি বাতিল করল তাই নিয়ে লোকসভা রাজ্যসভা দুটো সভাই চলতে দিল না। কোর্টটি আইনসভার অধীনে কাজ করে? না জাজেরা সব রাজ্যসভা দুটো সভাই চলতে দিল না। কোর্ট কি আসনসভার অধীনে কাজ করে? না জাজেরা সব বিজেপির ইউনিয়নের সদস্য? যে কেউ যার বিরুদ্ধে কেস করতে পারে। মিথ্যে মামলা প্রমাণিত হলে উল্টে মান হানির মামলা করা যায়। সনিয়াজি কি জানেন না যে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন যেমন সরাসরি সরকার প্রভাবিত, আমাদের দেশের আইন বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আইন সভা যদি এমন আইন তৈরি করে যাতে মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হয় তাহলে কোর্ট সেই আইনকে বাতিল করতে পারে। এতোটাই আমাদের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনতা ভোগ করে। তা না করলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কে রক্ষা করবে? সনিয়াজির দলের বড় বড় নেতারা সব দেশের নামকরা উকিল। এক দিনের একএক জনের ফি লক্ষ টাকার উপর। তাঁরা কি ভারতের বিচার ব্যবস্থার মূল ফোকাসটা কি তা জানেন না। আমাদের বিচার ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে করে একজন অপরাধী যদি ছাড়া পায় পাক, কিন্তু একজনও নিরপরাধি যেন সাজা না পায়। তাহলে আপনার অতো ভয় কেন আদালতে হাজির হতে? স্বীকার করছি বিজেপি মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি বিচার ব্যবস্থার উপর আপনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। যদিনা হারান তাহলে লোকসভায় সমনজারি নিয়ে সাঙ্গপাঙ্গ জুটিয়ে শুনে অমন চিৎকার চেঁচামেচি করছেন কেন?

জনগনের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করার জন্য আপনারা জনগণের ছাড়া নির্বাচিত হয়েছেন। একদিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন জনগণের করের দেওয়া কত টাকা খরচ হয় তা নিশ্চয়ই কারোরই অজানা নয়। তাহলে কোন স্বার্থে আপনার দল এবং বিরোধিরা মিলে লোকসভা রাজ্যসভা ভন্ডুল করবেন। এমপি বা নেতা বলে তাদের কোর্ট সমন জারি করতে পারবে না – এই নতুন আইনটা যদি আপনারা চান তবে সরকারি দলের সাথে আলোচনা করে বিল আনুন না। দেখবেন বিজেপিও এক কথায় রাজী হবে। কারণ তাঁরাও তো তাই চাই। এই আইন তৈরি করব বলে জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করবেন জনগণ ঝুলি ঝেড়ে ভোট দেবে। মুখে বলবেন আইনের চোখে সকলেই সমান। আর সেই সমান হবার সুযোগ হাতে এলো, তখন আত্মগর্ভে আঘাত লাগলো তাই চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। যেমন লোকসভায় ভুতের নৃত্য হচ্ছে। বিজেপি বলছে এটা বিচার ব্যবস্থাকে চাপে রাখার বা প্রভাবিত করার একটা অপকৌশল। হয় তো বা তাই হবে। সরকার পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করলে তার তবু একটা বাস্তবতা থাকে। কিন্তু বিচারব্যবস্থা দিয়ে বিরোধীদের জব্দ করছে এটা যেন হাস্যাত্মক ব্যাপার হয়ে গেল। আপনার উচিত ছিল কোর্ট থেকে কলঙ্ক মুক্ত হয়ে এসে সুব্রামনিয়ম স্বামীর



বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করতে পারতেন। এবং জনগণের কাছে বলতে পারতেন যে দেখো আমরা গঙ্গাজলের মতো পবিত্র। উল্টে আপনার দলের লোকসভার নেতা মল্লিকা অর্জুন খাগড়ে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে দেশ চালাচ্ছে সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামী। লোকসভাটা ফাজলামির জায়গা নয়। তাই লোকসভায় একজন নেতা যা বলেন তার সত্যতা থাকা আবশ্যিক। তাহলে বলতে হয় দেশ চালাচ্ছে মানে দেশের সব প্রতিষ্ঠানকে চালাচ্ছে।

তাহলে বিচার ব্যবস্থাকেও চালাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে, সেটা হল যে কংগ্রেস দল বলে যে এই দেশের স্বাধীনতা আমরা এনেছি। এই সংসদীয় গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। এই সংবিধান আমরাই উপহার দিয়েছি দেশকে। খুব ভাল কথা তাহলে সেই সংবিধান, বিচার ব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করলেন যে আপনারা ক্ষমতা থেকে ধারে গেলেই তার নিরপেক্ষতা হারিয়ে যাবে? তাহলে ভারতীয় সংবিধান আইন ব্যবস্থা যা মেনে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাকে এতো নড়বড়ে হতে দিলেন কেন? রাজ্য ১১ বছর ম্যাডামের নির্দেশে সরকার চলল? তাহলে এই দুর্বলতাটুকু শুধরে নেবার চেষ্টা করলেন না কেন?

আপনারা দেশের প্রথম শ্রেণির পরিবারের সদস্য। আর্থিক ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আপনাদের ক্ষমতা অসীম। সুপ্রিম কোর্টে দেশের সেরা উকিল দিয়ে লড়াতে পারবেন। আপনারা যদি এতো ভয় পান তাহলে আমজনতা যাবে কোথায়? দেশের বিচার ব্যবস্থা যদি মোটির তর্জনী নির্দেশে চলে, তাহলে গ্রামে গঞ্জে আধা শহরে সর্বত্র যেখানে যত বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী আছে তাদের কি হাল হবে একবার ভেবে দেখেছেন? লোক সভায় বলতে চাইছেন যে দেশের বিচারব্যবস্থা গৈরিকি করণ হয়ে গিয়েছে। তাস আদালতে দাঁড়াতে আপনাদের এতো ভয়। তাহলে আমরা কাথায় যাবো। মিথ্যা মামলায় আমরা যদি ফাসি কারণ বিজেপি শত্রুতা করে যখন তখন তার তার নামে মামলা করতেই পারে। আমরা তো আর লোকসভা অবরোধ করতে পারব না। পাড়ায় একটা গলিও কি অবরোধ করতে পারব? দেশের নেতারা হচ্ছে জনগণের অভিভাবক। সেই তালিকায় যদি বলে দেশে ন্যায় বিচার নেই সবই সরকারের ধামাধরা হয়ে গিয়েছে। তাহলে দেশের আইন– ন্যায় বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা আর অটুট থাকবে কি? আর আইনের প্রতি আজ্ঞা হারালে আইন ভাঙার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তখনই দেশে অরাজকতা শুরু হয়। যেমন পশ্চিম রসে রোজ আইনের রক্ষকরা জনতার হাতে রাম ধোলাই খাচ্ছে। ফলে নেতারা যদি রাগে হুঁশ হারিয়ে ফেলে তার পরিণাম ভুগতে হয় দেশকে, দেশের জনগণকে। এটাই ইন্দিরা গান্ধির বৌমা সুলভ বিচক্ষণতার পরিচয় হল কি?

রাষ্ট্রে স্বার্থে অনেক কিছু গোপন রাখতে হয়। এটা তো মন্ত্রীদের আজানা নয়। তাই যদি সিবিআই তদন্ত বা বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার পক্ষের কেউ তাহলেই প্রতিহিংসা পরায়ণতা কথা বলে চিৎকার করতে নেই। তাহলে এতো দিন অন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে যত সিবিআই তদন্ত হয়েছে। যত মামলা হয়েছে সবই কি সরকারের প্রতিশোধ স্পৃহার নমুনা। তাহলে মোদি অমিত শাহদের বিরুদ্ধে যে সিবিআই তদন্ত হয়েছিল তাও ছিল কংগ্রেসের প্রতিহিংসার উদাহরণ। ফলে দেশের একটা তদন্ত সংস্থা, বিচার ব্যবস্থার প্রতি নেতারা নিজেদের স্বার্থেই যদি অনাস্থা প্রকাশ করে তবে দুর্নীতির সর্বনাশ রোধ করবে কে? জনগণের মধ্যে দেশাত্ববোধ, দেশপ্রেম, দেশসেবার মনোভাব জাগবে কেন করে? পরিশেষে বলি সরকারের বিরুদ্ধে যত ইচ্ছা বলুন। কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে প্রতি নিয়ত প্রচার করুন দেশ কে চালাচ্ছে সুব্রহ্মমনিয়ম স্বামী না মোহন ভগবৎ তাতে কারও কিছু বলার থাকে না। কিন্তু লোকসভাকে যখন ভোটের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, বিচার ব্যবস্থা আদালতের ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখন সেই দলের দেশপ্রেম নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

এটা তো সনিয়া ম্যাডামের আজানা নয় যে রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের রাস্তায় গান্ধি ফুল ছড়ানো থাকে না। উল্টে কাঁটার খোঁচা খাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এখানে পুলিশের ডান্ডা খেতে হবে। জল কামানের তোড়ে ভেসে যেতে হবে। প্রয়োজনে গুলিও খেতে হবে। জেল তো নেতাদের কাছে বৈঠকখানা। তাহলে মিথ্যা মামলা হলেও কেন এতো ভয় পাচ্ছেন কংগ্রেসের সভা নেত্রী। যেখানে সুযোগ করে দিচ্ছে মোদি সরকর। সেই সুযোগকে সদ ব্যবহার করল। বিরোধীদের বিরুদ্ধে সিবিআই লেলিয়ে যদি দেয় সেটা তো আরও ভালো। সিবিআই হল আপনার সততার ছাকনি? আদালত হল নির্দোষ প্রমাণের সেরা মঞ্চ। আপনারা যত কলুষমুক্ত হবেন ততই তো ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। জনগণের সহানুভূতি পাবেন। যত জেল খাটবেন তত সম্মান, তত দেশ সেবকের সার্টিফিকেট পাবেন। জরুরি অবস্থায় যারা জেলে খেটে ছিল তারা প্রত্যেকেই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল। জয়ললিতাকে, লালুকে দেখে শিখুন। ফলে ৪০ কে ৪০০ করার সুর্বণ সুযোগ যদি বিজেপি দেয় তাকে গ্রহণ করুন হাসিমুখে, সামান্য কাঁটার খোঁচার ভয়ে লোক সভায় চেঁচামেচি করে বিজেপিকে সচেতন করে দেবেন না।

# গড়িয়ায় গুলি : গ্রেফতার ২

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার :** গড়িয়ায় পাঁচপোতায় লক গেটে গুলি চালনার ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত রানা (শুভঙ্কর দে) ও দীপক দাসকে ১২ ডিসেম্বর শনিবার দুপুর ১২–৪৫ নাগাদ গড়িয়া নবগ্রাম ৫২ পল্লি কাটিপোতা থেকে গ্রেপ্তার করে ফেলে পুলিশ। রবিবার দুপুরের বারুইপুর আদালতে তোলা হয় অস্ত্র আইনের ধারা দিয়ে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে জাল নোট সংগ্রহ করে ২০,০০০ টাকা মূল্যের। এদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে ৪৮৯বি/৪৮৯সি ইন্ডিয়ান পেনাল কোর্ট ধারায়। ঘটনাটি ঘটে ২৭ নভেম্বর গড়িয়ায় ৫২ পল্লিতে একটি সেলুনে সামান্য বচসা নিয়ে। তৈরি হয় বড় রকমের ঘটনা আর সেই ঘটনা এতোটাই চরমে পৌঁছায় যার জেরে গুলি চালায় রানা ও দীপক। এদের মধ্যে ছিলো বাপন, রিন্টু, পাখি যাদের নামে আগেই এফআইআর করা হয়। কিন্তু এরা ফেরার। ঘটনার দিন রাতেই রিন্টুর বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় পায়ে গুলি লাগে সুভাষ দাস ও দেব দাস হালদারের। তারা এখনো চিকিৎসাধীন। আইসি অনিল রায় বলেন বারুইপুর আদালত সাত দিনের পুলিশ কাস্টডি দিয়েছে জেরা করার জন্য। এর মধ্যে আমাদের জেরায় আর্মস গুলির খবর পেয়েছি তৎক্ষণাৎ আমরা উদ্ধার করেছি একটি ওয়ান–শাটার ও একটি গুলি। এখনও আমরা জেরা চালিয়ে যাচ্ছি।

# বিষ মদে মৃত ২, গ্রেফতার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** রবিবার রাতে বিষ মদ পান করে মৃত্যু হয় ২ জনের। মৃতদের নাম নিমাই মণ্ডল (৫৮), গোপাল সরদার (৪২)। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার দাঁড়িয়ার দক্ষিণহাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণহাট গ্রামের বাসিন্দা নিমাই মণ্ডল, গোপাল সরদার দিন মজুরির কাজ করত। প্রায় সময়ই মদ্যপান করত প্রতিবেশী ভীম নস্করের দোকানে। ভীম বেশ কয়েক মাস ধরে লুকিয়ে চুরিয়ে মদ বিক্রি করতো। এদিন সন্ধ্যায় ভীম নস্করের দোকানে মদ্যপান করে নিমাই ও গোপাল। রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে তাদের ভর্তি করে। চিকিৎসকরা ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা বিষমদ পান করে মৃত্যু হয়েছে বলে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে হানা দিয়ে ভীম নস্করকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায় বিষ মদ পান করে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। দেহ ২টি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। সোমবার ধৃত ভীম নস্করকে পুলিশ আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, বিষমদ পান করে ২ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে। যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। জেলা পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে পূর্ণ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মৃতের পরিবাররা যাতে সব রকমভাবে সাহায্য পায়, সেদিকটা দেখা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

# ক্যানিংয়ে রাস্তার উদ্বোধন

**বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং :** গত শনিবার বিকালে ক্যানিং–১ ব্লকের ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের সাতমুখী থেকে রামধারী ব্রিজ পর্যন্ত ১০ কিমি পিচের রাস্তার কাজের সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। সাড়ে পিআরজিএফ–এর সহায়তায় এবং রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের উদ্যোগে সাড়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পিচের রাস্তাটি ১৪ ফুট চওড়া হচ্ছে। পর্যটকরা কলকাতা থেকে অল্প সময়ে পৌঁছে যেতে পারবেন সুন্দরবনে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং উপকৃত হবে কৃষি থেকে মৎস্যজীবীরা। বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে জোয়ার এসেছে। ডাবু শুধু পর্যটন কেন্দ্র নয়, পিকনিক গার্ডেন হিসাবে এটি পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল আরও বলেন, ঝড় খালিতে গড়ে উঠছে ইকো ট্যুরিজম, মিনি চিড়িয়াখানা। ক্যানিং, গদখালিতে গড়ে উঠছে পর্যটকদের জন্য মর্টেল। রাস্তাটি নির্মাণ হয়ে গেলে উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হুগলি, হাওড়া প্রমুখ জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারি, সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবক অশোক পাত্র, সেচ ও জলপথ দফতরের আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়র প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

# চলে গেলেন অরুণকুমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চলে গেলেন অরুণ কুমার গত ৯ ডিসেম্বর মালদহে তাঁর পিতৃপুরুষের বাসভবনে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একান্ত ঘনিষ্ঠ অতুলকুমারের পুত্র অরুণ কুমার কর্মসূত্রে একদা একটি হিন্দি দৈনিক সংবাদ পত্রের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকলেও পরবর্তীকালে বিহারের দ্বারভাঙা মহারাজের স্টেটম্যানেজার ছিলেন। মনের দিক থেকে সদালাপী হাস্যময় মানুষটি নেতাজিগত প্রাণছিলেন। সযত্নে রক্ষা করেছেন তাঁর বাবাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের জরুরি একটি চিঠি যেটি কলকাতার বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হওয়ার কয়েকদিন আগে লেখা। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল। একদা নেতাজি চেতনা মঞ্চের সভাপতি ছিলেন তিনি। সামালির বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে ২৩ জানুয়ারিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নেতাজি সম্পর্কে তাঁর কাজকর্ম ও শ্রদ্ধা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশি। দু'বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা যান। দুই পুত্র বর্তমান। আলিপুর বার্তার তরফ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

## নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি গত ২৯.৯.১৫ তারিখে চন্দননগর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এভিডেভিট বলে জাফর জিশান নামে আমি সর্বত্র পরিচিত হইলাম। জাফর জিশান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ঠিকানা : অ্যাঙ্গাস নর্থ, গোয়ালপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলি, পিন–৭১২২২১

# জীবিকার তাগিদেই মৎস্য চাষের সুষম বিকাশ জরুরি

**বিশেষ প্রতিনিধি :** অতিরিক্ত পরিমাণে মাছ ধরা, মাছেদের বিচরণ ক্ষেত্র ধ্বংস সহ আমাদের অন্তর্দেশীয় ও সামুদ্রিক জৈব সম্পদের সুসমতার ওপর ঘনিয়ে ওঠা বিপদ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সারা বিশ্বের মৎস্যজীবীরা প্রতি বছর ২১ নভেম্বর দিনটি বিশ্ব মৎস্যচাষ দিবস হিসেবে উদযাপন করেন। এই দিবস পালন বা উদযাপনের মধ্য দিয়ে জলজ জৈব প্রাণীসম্পদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। মৎস্যসম্পদের সুরক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরতে এই দিন কর্মশালা, জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিছিল, প্রদর্শনী ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মানুষের কাছে বিশেষ করে সমুদ্র উপকূল, নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের কাছে বসবাসকারী মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। ক্ষুধা দূরীকরণ, দারিদ্র্য কমানো এবং সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সবার জন্য, বিশেষ করে বিশ্বের দরিদ্র মানুষদের জন্য মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। একই সঙ্গে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যেরও অন্যতম প্রধান উৎস। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যই নয়, মাছ চাষ ও মৎস্যক্ষেত্র থেকে বহু মানুষ জীবনজীবিকাও নির্বাহ করেন। সারা বিশ্বে জনসংখ্যার নিরিখে মৎস্য চাষে কর্মসংস্থানের হার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই ক্ষেত্রে কয়েক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান ও শত কোটির ওপর মানুষের জীবনজীবিকা চলে।

সারা বিশ্বে বিশেষ করে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মৎস্য–ভিত্তিক খাদ্যের বাণিজ্যের পরিমাণও বিরাট। তবে, অর্থনীতির বাইরেও বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুষম উন্নয়নকে বাস্তবে পরিণত করতে মৎস্যক্ষেত্রের পরিবেশগত সমতাকে মনুষ্য সমাজের পরিবেশগত সমতার সমকক্ষ করে তোলা সুনিশ্চিত করা দরকার। এই লক্ষ্যে, দায়িত্বশীলভাবে মাছ ধরা ও সুষমভাবে মাছ চাষের বিষয়টিকে প্রধান বিষয় হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রের ব্যাপক তত্ত্বাবধান ও উন্নত প্রশাসনের ব্যবস্থা করতে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংগঠন 'নীল বৃদ্ধি'কে জলজ সম্পদের সুষম ও আর্থসামাজিক

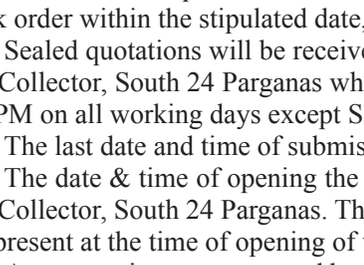

পরিচালনের এক সুসমৃদ্ধ কাঠামো হিসেবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। 'নীল বৃদ্ধি'র ধারণার মধ্যে রয়েছে মাছ ধরা, মাছ চাষ, বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত পরিষেবা, বাণিজ্যিক লেনদেন ও সামাজিক সুরক্ষা। পর্যালোচনার পর বিশ্ব খাদ্য ও সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই সম্পদকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে।

সারা বিশ্বেই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর মানুষদের বৃত্তিয় উন্নয়নের স্বার্থে মৎস্য চাষের এই ধরনের ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সহায়তা করা প্রয়োজন। বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বিশ্বে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ছে এবং মৎস্য চাষ বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনের দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্রের মর্যাদা পেয়েছে। বিশ্ব মৎস্য চাষ দিবস উদযাপন আমাদের মনে করায় যে বর্তমানে বিশ্বে যেভাবে এই ক্ষেত্র পরিচালিত হচ্ছে, সুষমভাবে এবং পরিবেশ–বান্ধব পদ্ধতিতে তাকে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন।

ভারতে মৎস্যক্ষেত্রের উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষেত্রে বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। এই বিপ্লবকে 'নীল বিপ্লব' নামকরণ করা হয়েছে। এতে সুষমতা, জৈব–নিরাপত্তা ও পরিবেশগত বিষয়গুলি মাথায় রেখে মৎস্যক্ষেত্রের সমন্বিত ও সার্বিক বিকাশের কথা ভাবা হয়েছে। নীল বিপ্লবের বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রে মৎস্যক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা এবং মৎস্য স্বাস্থ্য পরিচালন কৌশল ব্যবহার করে এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনাকে কাজে লাগে হবে। কাজেই, দেশে নীল বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য মৎস্যক্ষেত্রের সুসংহত উন্নয়ন ও পরিচালনের ওপর জোর দেওয়া হলে, মাছের উৎপাদন অনুমিত বৃদ্ধির হারের থেকেও বাড়তে পারে। এই লক্ষ্যে সুসংহত মৎস্য উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

# চিকন বাদশা বাবনান

**নিজস্ব সংবাদদাতা:** বিশ্বের দরবারে ভারত তথা বাংলার কুটির শিল্পের সুনাম দীর্ঘদিনের। ইংরেজ আমল থেকেই বাংলা তথা ভারতের জাতীয় অর্থনীতি অনেকাংশেই এই কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বাংলার কুটির শিল্পের মধ্যে হুগলি জেলার ধনেখালির তাঁত, বেগমপুরের গেঞ্জির কলার অন্যতম। বর্তমানে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে হুগলি জেলার বাবনানের চিকন। সারা দেশে লক্ষ্ণৌর চিকনের পর এই বাবনানের চিকনের চাহিদা সর্বত্র।

হুগলি জেলার চুঁচুড়া ষ্টেশন থেকে হারিট বা পুইনানগামী বাসে ৪৫ মিনিটের রাস্তা সিনেমাতলা বাস ষ্টপ। তারপর অটোতে মিনিট দশেক গেলেই বাবনান অঞ্চল। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চিকনের কাজ হয়। এই এলাকার মহিলা, পুরুষসহ বহু মানুষ এই কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখানে

চিকনের বিছানার চাদর, চুড়িদার পিস, শাড়ি সব তৈরি হয়। এলাকার অসংখ্য মানুষের একমাত্র আর্থিক অবলম্বন হল এই চিকন শিল্প। এমনই এক সফল চিকন ব্যবসায়ী হলেন বাবনানের মন্ডলপাড়ার মীর আলফাজ হোসেন। মীর আলফাজ হোসেনের অধীনে প্রায় ২৫ জন কারিগর কাজ করে থাকেন।

তবে কাপড়ের ওপর সুতো দিয়ে চিকনের কাজ করেন এলাকার মহিলারা। এক একটি পিস চিকনের কাজ করে মাথাপিছু প্রায় ১৫০ টাকা মজুরি পান এই সকল মহিলারা। এখানে চিকনের যা কাজ হয় সবই অর্ডারি। এখানে তৈরি চিকনের কাপড় কলকাতার পাইকারি বাজারে যায় এবং সেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি করা হয়। চিকনের কাজ করা এই সকল কাপড়ের পাইকারি মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৫৫০ টাকা। সপ্তাহে দুদিন সোম ও শুক্রবার কলকাতায় চিকনের কাজ করা কাপড় পাইকারিতে বিক্রি করা হয় এমনটাই জানালেন মীর আলফাজ হোসেন। হুগলি জেলা তথা বাংলার কুটির শিল্পের জগতে এক নতুন ও যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করল বাবনানের এই চিকন শিল্প।

# শিল্পকলা সচেতনতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১০ ডিসেম্বর থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার মান্দারপুর হাই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'শিল্পকলা সচেতনতা অনুষ্ঠান'। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা গুরুসদয় মিউজিয়াম। তিন দিনের অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল পটচিত্র অঙ্কন। পটশিল্প বিষয়ে সচেতনতা এবং কর্মশালা পরিচালনার জন্য উপস্থিত ছিলেন আনন্দ চিত্রকর, নূরজাহান চিত্রকর এবং জামেলা চিত্রকর। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্থানীয় বিধায়ক অনিল গিরি এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজক সংস্থা কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তমালতরু দাস মহাপাত্র ব্যাখ্যা করেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে পটুয়াদের অবদান। তিনি উল্লেখ করেন, প্রান্তিক এই গ্রামগুলিতে এই ধরনের কর্মসূচি আরও বেশি করে নেওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তশিল্প দফতরের ডিজাইনার রামানুজ বৈরীগঞ্জাম বলেন, ত্রাণ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এই প্রথম কোনও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। সেক্ষেত্রে ত্রাণ একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হল। আশি জন ছাত্র–ছাত্রী কর্মশালাটিতে অংশ নিয়েছিল। শিল্পকলা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির আলি, অমরেন্দ্রনাথ মান্না, ড. দীপক কুমার বড়পন্ডা এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে গুরুসদয় মিউজিয়ামের সম্পাদক ড. বিজন কুমার মন্ডল সকলকে ধন্যবাদ দেন।

## NOTICE INVITING TENDER

1. Sealed quotations are hereby invited from bonafide agency for Supply (a) Cap-4000 (b) Stick-2000, (c) Whistle-2000, (d) Glaves-2000 (non Medicated), (e) Dustbin-3000 pcs. Of Nezarath section, South 24 Parganas Collectorate on Ganga Sagar Mela 2016 by the office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Nezarath Deptt., New Administrative Building (1st flr), Alipore, Kolkata-700 027 in connection with ensuing Ganga Sagar Mela, 2016 to be held in January, 2016.
2. The tenderer should submit their tender along with two draft. One draft for Rs. 200/- (Rupees two hundred) only, being cost of tender (non refundable) in favour of 'Ganga Sagar Mela Committee' payable at SBI Alipore Court Treasury branch and other draft for Rs. 2000.00 (Rupees two payable at SBI Alipore Court Treasury branch and other draft for Rs. 2000.00 (Rupees two thousand) only, being earnest money in favour of 'District Magistrate, South 24 Parganas' payable at SBI, Alipore Court Treasury Branch.
3. Rate of each item must be quoted separately both in figures and in words.
4. They should furnish a copy of PAN Card and upto date Professional Tax clearance certificate along with their quotation.
5. The successful quotationer would be bound to supply all the items to the locations as specified in the work order within the stipulated date, otherwise penalty of 5% of work value will be charged.
6. Sealed quotations will be received in a sealed box located at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who is alos the Liaison Officer, Ganga Sagar Mela from 11.00 AM to 3.30 PM on all working days except Saturdays & Sundays and other N.I.Act holidays.
7. The last date and time of submission of the quotation in 21.12.2015 upto 2.00 PM.
8. The date & time of opening the quotation is 21.12.2015 at 3.00 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending quotationers or their authorized representatives may remain present at the time of opening of the quotation.
9. Any quotation not supported by any of the requisite documents mentioned in clause No. 2-4 will be summarily rejected.
10. The undersigned reserves the right to accept or to reject any quotation or to distribute the work amongst the quotationers without assigning any reason, whatsoever.

Sd/-
Addl. District Magistrate (G)
South 24 Parganas
&
Mela Officer, Ganga Sagar

১৪৭১(৫)/জেতসদ/২৪পরঃ(দঃ)/১৫.১২.১৫

## SEALED TENDERS FOR JOYNAGAR-II, ICDS PROJECT ARE INVITED FROM THE BONA-FIDE TENDERERS FOR THE FOLLOWING WORKS :-

1. STORING OF FOOD-STUFFS & OTHER MATERIALS
2. CARRYING OF FOOD & OTHER MATERIALS TO THE ANGANWADI CENTERS (Within the Porject area)

FORM FOR THE TENDERS WILL BE ISSUED FROM THE OFFICE FREE OF COST. THE DETAILS OF THE TENDERS WILL BE AVAILABLE FROM THE OFFICE OF THE CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER, JOYNAGAR II ICDS PROJECT, ON ALL WORKING DAYS.

Sd/-
Child Development Project Officer
Joynagar-II ICDS Project
Nimpith, South 24 Parganas

১৪৯৮/জেতসদ/২৪পরঃ(দঃ)/১৮/১২/১৫

## GOVERNMENT OF WEST BENGAL
## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
## SOUTH 24 PARGANAS
## ALIPORE, KOLKATA-700 027

*ORDER under Section 144 of Cr. PC, 1973*

Whereas, the Ganga Sagar Mela 2016 will attract a huge number of pilgrims, tourists, saints etc. to the Sagar Island.

And

Whereas, it is expected that there would be heavy movement of persons to Sagar Island and on the approach routes both on land and water.

And

Whereas, It is apprehended that plying/movement of any sort of unauthorised country boats/mechanized boats/fishing trawlers carrying passengers/pilgrims in areas around Sagar Island would enlarger lives & safety of large number of pilgrims.

And

Whereas, the emergent nature of the case and circumstances do not permit serving of notice upon the general public in due time and hence this order is passed ex-parte under Sub-Section 2 of Sec 144 of Cr. PC, 1973 and is directed to the public in general.

And

Whereas, it is considered necessary to prevent any accident on water, a direction u/s 144 of the Criminal Procedure Code 1973 (Act 2 of 1974) is hereby issued and I, Ashoke Kumar Das, WBCS (Exe.) do hereby order that no country boat, mechanized boat or fishing trawler shall ply/move with passengers/pilgrims/visitors from Haraghat, Kulpi Ghat, Karanjali Ghat No. 5, Nischintapur Ghat, Purapura Ghat, Falta Ghat, Raichak Ghat, Jetty Ghat, Steamer Ghats, and other similar Ghats/embankments etc in the rightboring districts of North 24 Parganas. Howrah, Purba Mednipur & Kolkata etc. during the period of Ganga Sagar Mela-2016. All ferries, boat services plying or watercrafts/boats of all kinds from/to Namkhana Police Station. Kakdwip Police Station and Patharpratima Police Station area to/from any point in the jurisdiction of Sagar Police Station will remain suspended during the Mela period, save and except the boats/vessels under West Bengal Surface Transport Corporation Ltd. And Hooghly Nadi Jalpath Paribahan Samabay Samity Ltd. In the Lot 8-Kachuberia route and the authorized launches of the Bengal Launch Owners' Association in the Namkhana-Chemaguri route. No launch, trawler, boat, country boat, mechanized boat will be allowed to pick-up or drop pilgrims, visitors passangers in Sagar island at any point on land and water except the West Bengal Surface Transport Corporation Ltd. And Hooghly Nadi Jalpath Paribahan Samabay Samity Ltd. Or the authorized launchers of the Bengal Launch Owners' Association as mentioned above.

This order will remain in force from 10/01/2016 06.00 AM to 16/01/2016 06.00 PM (both days inclusive).

Any person aggrieved by this order is at liberty to appear before the undersigned and pray for a modification of the order.

District information & Cultural Officer is informed for wide publicity.

All concerned be informed.

Given under my hand and seal on this day 10th Junuary, 2015.

Sd/-
Additional District Magistrate (General)
South 24 Parganas
&
Mela Officer, Ganga Sagar Mela

১৪৫৮(২০)/জেতসদ/২৪পরঃ(দঃ)/১১.১২.১৫

# হাইপার টেনশনে আক্রান্ত অসচেতন বস্তিবাসী

**বরুণ মণ্ডল, কলকাতা**

সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতে বস্তিবাসীদের বৃদ্ধির হার সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে

অনেক অনেক বেশি। ২০১১-এর জনগণনার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ভারতের সর্বমোট ৪৮টি মহানগরের জনসংখ্যার বিরাট অংশই বস্তিবাসী। দুর্ভাগ্যবশত আর্থ সামাজিক ও পরিবেশগত কারণে বস্তিবাসীদের মধ্যে অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব স্বভাবতই বেশি। আর ভারতে উচ্চ রক্তচাপ অর্থাৎ হাইপার টেনশন আক্রান্ত মানুষদের নিয়ে সমীক্ষা খুব একটা হয় নি। আর বস্তিবাসীদের মধ্যে উচ্চরক্তচাপে আক্রান্তদের নিয়ে সমীক্ষা সে তো অনেক পরের বিষয়। কলকাতা মহানগরীর বস্তিবাসীদের মধ্যে

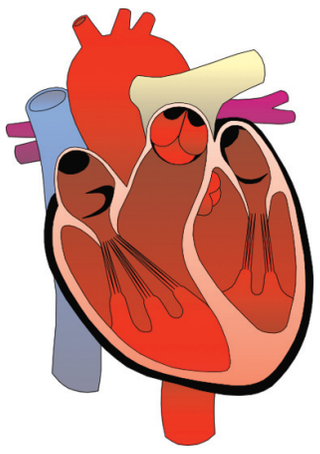

উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা বিষয়ে সমীক্ষা এই প্রথম বার।

অতি সম্প্রতি অ্যাপোলো গ্লেনিগলস্ হসপিটল (কলকাতা) সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এবং কলকাতা পুরসভার সহযোগিতায় পূর্ব কলকাতার তিন নম্বর বরোর (ওয়ার্ড নম্বর : ১৩-১৪, ২৯-৩৫) ১, ৭৭, ৭৯১ জন বস্তিবাসীর মধ্যে ১০,১৭৫ জনের ওপর সমীক্ষা করে যে রিপোর্ট পেয়েছে বিশেষজ্ঞরা তা শুনে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উচ্চ রক্তচাপের অসুখ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অসংক্রামক জন স্বাস্থ্য ব্যধি। উচ্চ রক্ত চাপের জন্য শতকরা ৫৭ জনের স্ট্রোকের কারণে আর শতকরা ২৪ জনের হার্টের করোনারী ধমনী অসুখে মৃত্যু হয় বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শহরবাসীর মধ্যে গত অর্ধ শতবছরে উচ্চরক্তচাপের 'স্লো-কিলার' অসুখ ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ যাঁরা এই ব্যধিতে ভুগছেন তাঁদের একটা বড়ো অংশই এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। ফলে অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ তাঁদের জীবনে নানা সমস্যা ডেকে আনছে। সমীক্ষায় প্রকাশ ওই বরোর ১০, ১৬৭ জন বস্তিবাসীর মধ্যে ৪২ শতাংশ বাসিন্দা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। আবার তাঁদের মধ্যে ২৩ শতাংশ এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বাকি ১৯ শতাংশ জানতেনই সা তাঁদের সমস্যার কথা। অ্যাপেলোর (কলকাতা) সিনিয়ার ইনটারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গরিব বা ধনী যেমন তফাৎ নেই, তেমনই শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। সমীক্ষায় উঠে এসেছে ২০-৪০বছর বয়সের মধ্যে ২২ শতাংশ এই ব্যধিতে ভুগছেন। ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যাঁরা রক্তচাপ কমানোর ওষুধ খান, তাঁরা নিয়ম মতো সঠিক মাপের ওষুধ নিয়মিত খান না। তাই ব্যধিটি নিয়ন্ত্রিত হয় নি। আগামী দিনে প্রাপ্ত সামগ্রিক পরিসংখ্যান 'ইন্ডিয়ান হার্ট জার্নালে' প্রকাশিত হবে।

কলকাতা শহরের প্রকৃত মোট জনসংখ্যার (৪৫,৬৭,৫৩৫ জন-২০১১) একটা বড়ো অংশ, বস্তুত ৩৯ শতাংশ (১৭,৮১,৩৩৯ জন) যেহেতু বস্তিবাসী তাই তাঁদের ওপর সমীক্ষা চালানো হলো। এতে কেবল বস্তিই নয় কলকাতা শহরের একটা সামগ্রিক 'দৃষ্টান্ত' উঠে এলো।

গত ৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পুরভবনে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এই দৃষ্টান্তমূলক সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আগামী দিনে কলকাতাকে চারটি জোনে ভাগ করে উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, মধ্য কলকাতা ও অ্যাডেড এরিয়া এভাবে ভাগ করে নিয়ে, সেখানকার বস্তিতে এমন সমীক্ষা করা হবে। আর পূর্ণ বয়স্ক বস্তিবাসীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা কেমন তা জানা। সেটা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা যুগোপযোগী কাজ হয়েছে। তিনি জানান, কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের 'ওয়ার্ড হেলথ ইউনিট' গুলিতে সংক্রামক রোগের পাশাপাশি অসংক্রামক অথচ মহামারী যোগ্য অসুখ-বিসুখ যেমন ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়। এই সময়োপযোগী সমীক্ষা আমাদের এ বিষয়ে আরও সজাগ করে দিল। পুর স্বাস্থ্য দফতার বস্তিবাসীদের রক্তের উচ্চচাপের অসুখের নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি সচেষ্ট থাকবে। প্রসঙ্গত, প্রেডিকটিভ বিজনেস অ্যানালাইটিকস ডা. শ্রাবসী বসু, অ্যাপেলো গ্লেনিগলসের (কলকাতা) সিইও রূপালী বসু এবং ডা. সুজয় কর এই যৌথ সমীক্ষার মুখ্য অনুন্ধানকারী। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ জন পুর স্বাস্থ দফতরের কর্মী।

| শিক্ষাগত যোগ্যতা (মোট সংখ্যা- ৯০৮৮ জন) | লোকসংখ্যা | উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা (বন্ধনীতে শতাংশের হার) |
|---|---|---|
| পড়াশুনা জানে না | ১৫২৯ জন | ৬৫৯ জন (৪৩) |
| দশম শ্রেণি পর্যন্ত | ৪৮২০ জন | ২০৪৬ জন (৪২) |
| দশম শ্রেণির উর্ধে | ২৭৩৯ জন | ১১৯৮ জন (৪৪) |
| ম্যাসিক পারিবারিক আয় (মোট সংখ্যা — ৯৬৭৮ জন) | লোকসংখ্যা | উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা (বন্ধনীতে শতাংশের হার) |
| ১. ৫০০০ টাকার নিচে | ২৫৬৭ জন | ৮৮৬ জন (৩৫) |
| ২. ৫০০০-১০০০০ টাকা | ৪০৩২ জন | ১৮৪৬ জন (৪৬) |
| ৩. ১০,০০০-৩০,০০০টাকা | ২৭০৩ জন | ১২৪০ জন (৪৬) |
| ৪. ৩০,০০০টাকার উর্ধে | ৩৭৬ জন | ১৯৩ জন (৫১) |
| ধূমপানের প্রবণতা (মোট সংখ্যা ১০,১৬৭ জন) | লোকসংখ্যা | উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা (বন্ধনীতে শতাংশের হার) |
| হ্যাঁ | ৩৪২৫ জন | ১৯০৯ জন (৫৬) |
| না | ৬৭৪২ জন | ২৩৯৫ জন (৩৬) |

# অনুভূতির মধুমেহ দিবস

**যতীন্দ্রনাথ সরকার:** গত ১৫ই নভেম্বর, ২০১৫ রবিবার অনুভূতি সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে পঞ্চমতম স্বাস্থ্য শিবিরে সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ বিশ্ব ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস উদযাপিত হয়, যাদবপুরের কাছে সন্তোষপুরে অভিনন্দন' অনুষ্ঠান গৃহে। প্রথমেই ডায়াবেটিসের উপর সহজ কথা নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশের পরেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। এই শিবিরে মোট আটটি বিভাগ ছিল যথা- চক্ষুবিভাগে ছিলেন ডা: এ.কে. সরকার, জেনারেল ফিজিসিয়ান বি মন্ডল, কার্ডিওলজিস্ট এ.কে. বিশ্বাস,ফিজিথেরাপিস্ট অঞ্জলী দাস, দৈহিক মেদ মাপার (বি.এম.আই),পি.এফ.টি-ফুসফুস-সংক্রান্ত,ই.সি.জি.। এছাড়া ছিলেন আয়ুর্বেদ আচার্য ও সরকারি অনুমোদিত আকুপাঙ্কচারিস্ট ডা: সুতনু রায়।

মহিলা, পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে মোট ১৪৭জন মানুষের যত্নসহকারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ওই দিন চক্ষু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। মোট ৬০ জন আবেদনও করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ৫১ জন চশমা সংগ্রহ করেন। গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অমল কর্মকারের উদ্যোগে গোটা স্বাস্থ্য শিবির সুষ্ঠভাবে পরিচালিত ও সমাপ্ত হয়।

# কুলতলিতে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

**তাপস নস্কর:** কলকতা থেকে প্রায় ৭৩ কিমি দূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলি গ্রামে গত ২৮ নভেম্বর শনিবার কুলতলি প্রাইমারি স্কুলে আমরা নতুন আমরা কুড়ি পল্লি উন্নয়ন সমিতি'র উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পার্কসার্কাসের আই কেয়ার ও রিসার্চ সেন্টারের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি তন্ময় চক্রবর্তীর পরিচালনায় এই শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। ওনার নেতৃত্বে ডা: অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও প্রায় ১০ জন সহযোগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই শিবির সাফল্যমন্ডিত হয়।

রোটারি আদি ভবানীপুর থেকে আগত আইনজীবী মিতা মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা থেকে আগত সমাজবন্ধু যতীন্দ্রনাথ সরকারের যৌথভাবে এই শিবিরে সমন্বয় সাধকের ভুমিকা পালন করেন। এনাদের সকলের প্রায় ছয় মাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে গ্রামের অপ্রতিকুল অবস্থায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় কুলতলি হাইস্কুলের সভাপতি অরবিন্দ মান্না, পঞ্চায়েত সদস্যা সুলক্ষণা মন্ডল, ক্লাবের সদস্য লক্ষণচন্দ্র ভঞ্জ , ক্লাবের সভাপতি শুভঙ্কর ভঞ্জ, সম্পাদক সন সর্দার, শিক্ষিকা শ্রাবণী নস্কর, কুলতলি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃণালকান্তি মন্ডল ক্লাবের সকল সদস্যদের সহযোগিতায় এই শিবির সাফল্যমন্ডিত হয়।

রুগীর সংখ্যা পুরুষ, মহিলা, শিশু ও কিশোর নির্বিশেষে প্রায় ১৫৪ জনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। ডাক্তারবাবুরা বললেন যে এখানে রুগীদের প্রবল উৎসাহ দেখে তারা খুশি। কথা প্রসঙ্গক্রমে জানা গেল কিছু মানুষ ছাড়া বেশিরভাগ মানুষই আর.এস.বি.ওয়াই. অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার নামটির সম্পর্কে পরিচিত নন তাই অত্যন্ত দায়িত্বসহকারে তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উপস্থিত সকল গ্রামের মানুষদের এই কার্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। এমনকি যাবার আগে বলে গেলেন – আগামী পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে আবার এমন চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হোক। তবে আগামী এই চক্ষুপরীক্ষা শিবির আয়োজন করার প্রায় এক মাস আগে একটি দৃষ্টি সচেতন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলে তবেই চক্ষু পরীক্ষা শিবির আরোও ভালোভাবে সাফল্যমন্ডিত হবে ও গ্রামের মানুষদের কাছে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে ।

# এক ফুঁতে ভ্যানিশ জটিল রোগ, অপারেশনেও ভাগ বসাচ্ছে সংস্কার

**বাপন মন্ডল, বিষ্ণুপুর:** বিজ্ঞান এগিয়েছে, মানুষের চেতনা এগিয়েছে। কিন্তু আজও বিশ্বের বহু জায়গার রয়ে গিয়েছে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা। আর এই কুসংস্কারকে বিশ্বাস করেই হঠাৎই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে বাঁকুড়া জেলার, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত কাশিচটা গ্রাম। সেখানে নাকি 'পীর ঠাকুর'-এ পাওয়া এক কিশোরীর এমন এক অলৌকিক ক্ষমতা আছে যে তাতে সমস্ত রোগ এমন কি যে সব ক্ষেত্রে অপারেশন আবশ্যিক সেটিও ভাল হয়ে যাবে। বহু বার নাকি ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বোল ফুটেছে। এও শোনা যাচ্ছে, এক পুলিশ অফিসার নাকি খবর পেয়েই অলৌকিক উপায়ে রোগ সারানোর বেআইনি কাজ আটকাতে গেলে, মেয়েটি নাকি তাকে আটকে দেয় তাঁর বোবা মেয়ের বোল ফুটিয়ে। এমন নানা গুজবে মেতে ওঠে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হচ্ছে কাশিচটা গ্রামে। রোগনিরাময়ের আসায়।

রূপা ভাঙ্গি নামে বগদহারা হাই মাদ্রাসার ক্লাস সেভেনের ওই ছাত্রীর জন্যই রোজ ভিড় জমেছে বিষ্ণুপুরের কাশিচটায়। স্থানীয়দের দাবি, মেয়েটির উপর নাকি পীরঠাকুর ভর করেছে। তাই জল ও তেলে ফুঁ দিলেই সমস্ত রোগ নিরাময় হবে তা সে যতই জটিল হোকনা

**বিশ্বাসে মিলায় বস্তু**

কেন। তাই সারিবদ্ধ মানুষের হাতে ধরা জল-তেল-ঘি-মধু'তে ফুঁ দিচ্ছে মেয়েটি। আর নানা নির্দেশিকা ব্যবহারের কথা বলছে। তার সঙ্গে হাতে দেওয়া হচ্ছে মন্ত্রপুত কাগজ যা মাদুলিতে ভরে ধারণ করতে হবে। আর তাতেই সারবে সবার রোগ। আর যে ক্ষেত্রে অপারেশন দরকার সে ক্ষেত্রে ''অফিস ঘরের'' ভিতরে ঢুকিয়ে কষ্টের নিকটবর্তী জায়গাতে পেনে করে দাগ দেওয়া হচ্ছে, সাতদিন পর ফের একবার আসতে হবে। এখানে চলছে জল, তেল, তাবিজ বিক্রির রমরমা। ২০, ৩০ ও ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এই সব। মাইকে করে ঘোষণা করা হচ্ছে ওই মেয়েকে কেউ স্পর্শ করবে না। ছবি তুলবেনা। তাহলে প্রাণের সংশয় আছে।

ওই গুজবে মেতে বাঁকুড়া জেলা তো বটেই, তাছাড়াও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন ওই গ্রামে। প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন ওই গুজব চলার পর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য(রাধানগর শাখা)-রা বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক সৌম্য সেনগুপ্ত বলেন, 'আমরা ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস, ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক আইন ও আইপিসি ৪২০ ধারা অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা(জল,তেল, মাদুলি কিনতে বাধ্য করার অভিযোগে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এবং কুসংস্কারটি যাতে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় তার জন্য জেলা শাসককে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি'।

# প্রতিবাদী ময়নার ডাক শোনা যায় রতনপুরে

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

(১)

ময়নার খোঁজে ওর গ্রামে যাব ঠিক করেছিলাম। 'দারুণ কথা বলে। খুব উপস্থিত বুদ্ধি। আদিবাসী মেয়ে মনে হয় না।' বলেছিলেন এক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী। দারুণ মনে হল কেন-জানতে চাই। কর্মীটি উৎসাহ নিয়ে বললেন, বিয়ে করেননি কেন জানতে চেয়েছিলাম ময়নাকে। ময়না তার উত্তরে বলেছে, 'কাকে বিয়ে করব? আমাদের সমাজের (আদিবাসী সমাজে) বেশিরভাগইতো নেশা ভাং করে। আগে আদিবাসী সমাজটাকে বদলাই। তারপর বিয়ে করব।' আদিবাসী মেয়ে কেন মনে হয় না, জিজ্ঞেস করি। 'আদিবাসীরা যেমন নিজেদের গুটিয়ে রাখে, ময়না কিন্তু তেমনটা নয়। ময়না প্রচুর কথা বলে। খুব স্মার্ট।' যাইহোক ময়নার অনেক কথা এইভাবে শুনতে শুনতে গ্রামের দিকে এগোতে থাকি।

মুর্শিদাবাদ বীরভূমের সীমান্ত গ্রাম রতনপুর। চার কিমি দূরে বীরভূমের মাড়গ্রাম। পিচ রাস্তাটা জয়পুর পঞ্চায়েত অফিস ছাড়িয়ে মাড়গ্রামের দিকে এগোচ্ছে। সামনেই জয়পুর। নতুন থানা হচ্ছে ওখানে। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীটি বললেন, 'এবার মাঠে নামতে হবে।' দূরে হাত বাড়িয়ে বলেন, 'ওই গ্রামে ময়না থাকে।'

মাঠের মাঝখানে গ্রাম। চারদিকে কোথাও কোনো রাস্তা নেই। গোধূলি বেলায় আলপথে এগিয়ে চলেছি। এক মহিলা গ্রাম থেকে আসছেন। হলুদ ছাপা শাড়ি, হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ। আল পথে দুটো মানুষ পাশাপাশি যাওয়ার জায়গা নেই। জমির শুকনো অংশে নেমে দাঁড়াই। আলাপ করার জন্য জানতে চাই

– নাম কী?

যার উদ্দেশে প্রশ্ন তিনি দাঁড়িয়ে যান। উত্তর আসে না। আবার জিজ্ঞেস করি

আপনার নাম কী?

– লক্ষ্মী সরেন।

বহু দিনের চেনা মানুষের মতো করে বলেন, গ্রামে যাও সবাই আছে।

– কোথায় যাচ্ছেন?

– বাজারে। উত্তর আসে।

– কখন ফিরবেন?

– যাব আর ফিরব। দুটা মাল নেব আর চলে আসব।

বছর পঁয়ত্রিশের লক্ষ্মী আলপথে এগিয়ে যান বড় রাস্তার দিকে।

গ্রামে ঢোকার মুখেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। কয়েক মাস আগে খুলেছে। 'আগে খানিক দূরে যেতে হত ছানাগুলাকে। তাই এখন গাঁয়ে স্কুল দিছে। ছেলেপুলেগুলাকে আর কষ্ট করতে হয় না।' সনতি বিসরা জমিতে ঘাস কাটতে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে দাঁড়িয়ে বলে যান কথাগুলো। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বছর ত্রিশের এক যুবক। এগিয়ে এসেছেন। গোটা শরীরটা চাদরে মোড়া। মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলেন – কার ঘর যাবেন?

বললাম– ময়নার ঘর।

– ওই তো ওই দিকে থাকে।

বুঝি না কোন দিকে। যুবক বুঝতে পারেন। নিজে থেকেই বলেন, চলুন আপনাদের ছেড়ে আসি। অলিগলিতে আপনারা পাবেন না। বলি-দরকার নেই। আপনার কাজের ক্ষতি হবে। হাসেন। বলেন, কাজ আর কোই। বাজার যাচ্ছিলাম, গল্প করব বলে। আপনারা এসেছেন, গল্পতো এখানেই হয়ে যাবে। এগোতে এগোতে আলাপ হয়। নাম যোগীন্দ্র বিসরা। ময়নার প্রতিবেশী। পেশা দিন মজুরি।

বাঁশের দরজা ঠেলে যোগীন্দ্র ঢুকে পড়েন একটা ঘরে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝতে পারি না। কার ঘর। যোগীন্দ্র বলে, আসুন, এটাইতো ময়নার ঘর।

ভেতরে ঢুকি। ঘরের মাঝখানে উঠোন। উঠোন লাগোয়া চাষের মাঠ। সেই উঠোনেই বাঁশের চাতাল। এক বৃদ্ধা এগিয়ে আসেন। বয়সের ভারে কোমরটা বেঁকে গেছে। হাতে ঝাঁটা। উঠোনে ঝাঁট দিচ্ছিলেন। বললেন, উখানে বস। বাঁশের চাতালটা দেখিয়েছেন।

– ময়না কই? জানতে চাই।

– জামা গায়ে দিয়ে আসছে। বৃদ্ধা উত্তর দেন।

চাতালে বসে রতনপুর গ্রামের চার দিক দেখতে পাই। উত্তরে পাতডাঙা, দক্ষিণে তেলসুন্দি, পূর্বে ঝিকটা ডাঙাপাড়া, পশ্চিমে জয়পুর। জয়পুরের এখন খুব নাম। সার্ক থেকে আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে গড়ে তুলছে। রতনপুর এই পঞ্চায়েতেরই একটি গ্রাম।

ময়নার ঘর সুন্দর নিকানো। পরিস্কার। উঠোনের একটা দিকে রান্না হয়। অন্য দিকে দুটো শোয়ার ঘর। বাইরের লোক দেখে অতি উৎসাহী পাড়ার কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের ঘিরে ভিড় করছে।

ময়নার সামনের বাড়িটায় চোখ যায়।একটি বছর চোদ্দর মেয়ে মোবাইল ফোন ওপরের দিকে করে দাঁড়িয়েছে ত্রিভঙ্গ হয়ে। এইভাবে দাঁড়িয়ে কেন, জানতে চাই। যোগীন্দ্র বলেন, 'এফ এম রেডিওতে গান শুনছে। এই পাড়ায় ওদের শুধু মোবাইল আছে।'

ময়না আসে চাতালের সামনে। হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'এই গ্রামে আসার জন্য আপনাদের মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

বললাম, না,না ধন্যবাদের কী দরকার। ময়না বলে, 'এত কষ্ট করে আমাদের দেখতে এসেছেন----।'

বলি, গ্রামের হালচালের কথা বলুন। ময়না এবার কেমন চুপসে যায়। বলে, 'গ্রামের হালৎ খুব খারাপ। দেখলেন তো রতনপুর গ্রামের চারদিকে কোনো রাস্তা নেই। বড় পাকা রাস্তায় পৌঁছতে কমপক্ষে দেড় কিমি মাঠের মাঝখান দিয়ে আলপথে যেতে হয়।'

আকাশের দিকে চোখ গেল। কিছু পাখি দল বেঁধে উড়ে চলেছে। সন্ধ্যে নামছে। পাখার ঝাপট দিয়ে ফিরছে বাড়ি। গ্রামটা অন্ধকারে মুড়ে যাচ্ছে।

এই গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। একটা মাত্র কল। সেটা খারাপ হলে পুকুরের জল খেতে হয়। ৩৩ টা পরিবার। ভোটার ৬৬ জন। সকলেই দিন মজুর। গ্রামের কয়েকজন বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। কাজের সন্ধানে। ময়নাও গিয়েছিল আমেদাবাদ। কেন? 'প্যাটের গতিকে। ওখানে ছবি আঁকা শিখাতাম। ভালই ছিলাম।'

অসুবিধা কী হল? শুধাই ময়নাকে।

'অনেক দিন বাদে ঘর এলাম। কয়েক দিন গাঁয়ে থাকলাম। গাঁয়ের লোকের টানে ফিরে যেতে আর মন চাইলনি।' জরাজীর্ণ ম্যাক্সির ওপর গায়ে চাপানো ছোট হয়ে যাওয়া শোয়েটারের হাত টানতে টানতে ময়না উদাস হন।

যোগীন্দ্র বলেন, 'প্রতি বাড়িতে জব কার্ড আছে। কিন্তু রতনপুরের কেউ এক দিনও একশ দিনের কাজ পাননি।' একশ দিনের কাজ না পেলেও গ্রামে দিন মজুরের কাজ এঁরা পান। ডাঙাপাড়ার রাইচরণ মন্ডল বলছিলেন, 'এখানে আট দশটা গ্রামের মধ্যে কেবল রতনপুরের লোকেই মজুরের কাজ করে। তাই ওদের খুব চাহিদা।' এবার ঢোক গিলে বলেছেন, 'এখানকার লোককে বাড়িতে কাজের জন্য ডাকতে হলে দু'বার আসতে হয়। আগের দিন বলে যেতে হয়, আবার যেদিন দরকার সেদিন সকালে এসে ডেকে নিয়ে যেতে হয়। নইলে অন্য লোক বেশি টাকা দিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে।' ঝিটকা গ্রামের সমীর দাস এসেছিলেন।

পরের দিন তাঁর সাত জন 'মুনিষ' দরকার। 'শুধু ব্যাটা ছেলে। মেয়ে দরকার নেই।' পাড়ার মোড়ল সোম বিসরাকেই বলে দিয়েছেন সাত জন 'মজুরের' কথা। মোড়লকে বলে দিলেই হবে। কাল আবার আসব বলে ফিরে গেলেন। এখানে ছেলে মেয়ের মজুরি সমান। নির্দিষ্ট মজুরি ছাড়াও দিনের শেষে দিতে হয় এক সের চাল। চালের সঙ্গে দিতে হয় উলুং(লবণ), বুলুং(তেল), সুলুং(লঙ্কা)। আর লাগে খাজারি জম (মুড়ি)। মজুরির হের ফের হয়। ৫০ থেকে ১৫০ টাকা। যখন যেমন চলে।

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

## যাওয়া আসার পথে পথে

## মাঙ্গলিকী

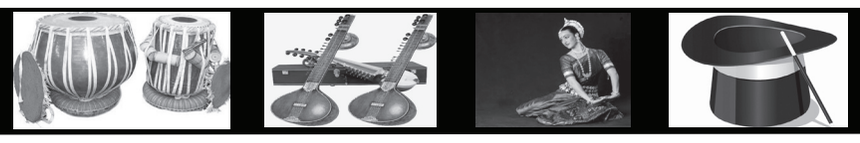

# জমে উঠল 'ভাবনা মুখে'র আসর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৫টায় সভা শুরু হবার ঘোষণা ছিল, তবে শুরু হতে হতে ৬টা বাজলো। আসলে পুরো কাজের দিনে বিকাল ৫টায় কি সভা শুরু করা যায়?

তবে যে ৫/৬ জন সময়েই এসে গিয়েছিলেন তাঁরা আগেই আড্ডার মেজাজে মেতে উঠলেন দুর্গা পুজো আর বিজয়া নিয়ে আলোচনায়। এ বিষয়ে অলোচনা শুরু করলেন গড়িয়া সরকারি পাঠাগারের সম্পাদক রবীন রায় (আসরে প্রথম এলেন)। এ বিষয়ে তিনি মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। পেশায় যিনি পুরোহিত, সংস্কৃত শাস্ত্রের পুজোপাঠ বিষয়ে বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই বাচিক শিল্পী জয় ভট্টাচার্য দুর্গার বিসর্জন নিয়ে অতি তথ্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন। আবার কথায় কথায় আলোচনায় এগিয়ে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের কথা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন কবি–সুসাহিত্যিক অমিত গঙ্গোপাধ্যায়। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গে রাম চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হল। আবার রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় সকৌতুকে সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'–এর কথা উল্লেখ করলেন সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – এইভাবেই আড্ডা জমে উঠল...

অতঃপর সাহিত্য বাসর শুরু হল সংগঠনের সভাপতি পার্থসারথি গায়েনের আগমনের পরে (তিনি এলেন দেরিতে অতি ত্রস্ত পায়ে – যেন সভাপতির 'অশ্বে আগমণের' মতন! অতি সংকোচে বললেন 'সরি!' সব ঠিক হ্যায়!)

এদিন যে সব কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল সেগুলি হল 'কোথায় হারালো সব' (জয়ন্ত দত্ত), 'আমি অপেক্ষমান' (অমিত গঙ্গোপাধ্যায়), বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (দুই পৃথিবী), 'মানুষ' (পার্থ সারথি গায়েন)। 'গন্তব্য' (আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় লেখা – রবীন রায়), অতি মননশীল অনবদ্য রচনা 'কাল ভোর' (সুজিত দেবনাথ), 'রাম গান' (আঞ্চলিক ভাষায় লেখা অতি উপভোগ্য কবিতা,– জয় ভট্টাচার্য) প্রমুখ। নেট থেকে আজকের পটভূমিকায় লেখা একটি অসাধারণ ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা পড়লেন ডাঃ সংঘমিত্রা সাহা (নেটে কবির নাম ছিল না – কবিতার নামই বা কি?)। কাজি নজরুলের 'বর প্রার্থনা', শঙ্খ ঘোষের কবিতার (দুঃখিত কবিতাটির নাম নোট করতে ভুলে গিয়েছিলেন প্রতিবেদক) হৃদয়ে অনুরণন তোলা আবৃত্তি শোনালেন সুতপা দাস। আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্রের তরফে প্রকাশিত শারদীয় সাহিত্য পত্রিকা থেকে দুটি কবিতা শোনালেন সাংবাদিক 'অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়'। কবিদের নাম রত্নেশ্বর হাজরা ও বিশ্ববন্দিত জাদুকর ডঃ পি সি সরকার জুনিয়র এম এসসি, পিএইচডি... 'ভাবনা মুখ'এর প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতই উজ্জ্বল ভাবনা সমৃদ্ধ ব্যক্তি নরেশ জৈন পাঠ করলেন সুন্দর ভাবনা সমৃদ্ধ দুটি অনুগল্প, 'বিপিএল কার্ড' ও 'চিড়িয়াখানা' (শ্রীজৈনের কোনও বই কিন্তু 'আলিপুর বার্তা' সংবাদপত্রের 'লিটল ম্যাগাজিন' ও 'অন্য কবিরা/অন্য লেখক'দের সংগ্রহ শালায় নেই – কেন?)। আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় দেশাত্মবোধক, ভাইফোঁটা নিয়ে জয়ন্তী আচার্য্যের কবিতাপাঠ, 'সৈনিক ভাই'। এছাড়া স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন গডওয়ে প্রমুখ।

এই প্রতিবেদক বহু সাহিত্য সভায় যান আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে। ইদানিং এই সব সভায় প্রায়ই শোনেন বিভিন্ন মহিলাদের কণ্ঠে নারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবিতা, নানান আলোচনা। যাতে ঝলসে ওঠে অতি 'নারীবাদী শানিত ছুরি' – যা আসলে হয় আত্মপ্রচারমুখী রচনা। অথচ এদিন 'ভাবনামুখ'–এর আসরে ডাঃ সংঘমিত্রা সাহা নারীদের উপরে অত্যাচারের বিষয়ে যা বললেন তা ধ্বনাত্মক, বাস্তবাদি। বললেন, মহিলাদের দৈহিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদেরকেই সুরক্ষা নিতে হবে, ক্যারাটে প্রত্যেককে শিখতে হবে। অন্যদিকে পুরুষদের অশালীন আচরণের বিরুদ্ধে মহিলাদের দৃপ্ত হতে হবে – ডাঃ সংঘমিত্রা সাহাকে তাঁর দৃপ্ত বক্তব্যের জন্যে সশ্রদ্ধ অভিবাদন...

এদিন বিভিন্ন জনের পাঠের গঠনমূলক সমৃদ্ধ আলোচনা করলেন সভাপতি পার্থসারথী গায়েন। সভার সঞ্চালনায় উজ্জ্বল ছিলেন জয় ভট্টাচার্য। চা জলযোগ সহ আসর জমে যায় ১২ জন কবি লেখকের। সঙ্গীত শিল্পীর যোগদানে – এদিন আসরে গল্প, কবিতা পেশ ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে সেরা শিরোপাটি পাবেন বরিষ্ঠা সঙ্গীতশিল্পী সংঘমিত্রা দাস, যিনি শোনালেন সলিল চৌধুরীর শাশ্বত গান 'নতুনের ডাক', এই গানের মধ্যে দিয়েই তিনি 'ভাবনা মুখ'–এর কথাই বললেন– সংঘমিত্রা দাশকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে এদিন দুর্গা/বিজয়া/রাম চরিত্র আলোচনা পর্বে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের আলোচনাও ছিল যথাযথ।

আগামী দিনে 'ভাবনা মুখ'–এর আসরে আরও 'ভাবনা'–র প্রকাশ ঘটুক এটাই এই প্রতিবেদক চান।

# প্রকাশিত হল ইন্দ্রজিৎ আইচের স্মৃতির সরণি ধরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে প্রকাশিত হল কবি ও সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ আইচের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ স্মৃতির সরণি ধরে। বইটি প্রকাশ করেন কবি অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু, প্রাক্তন রাজ্যপাল ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামলকুমার সেন, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, ভাষ্যকার দেবাশিষ বসু, গায়ক ও চলচ্চিত্র পরিচালক পল্লব কীর্তনিয়া।

সকলেই ''স্মৃতির সরণি ধরে'' বইটি সম্পর্কে দু চার কথা বলেন, সেই সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ আইচ এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। বই থেকে কবিতা পাঠ করে শোনান কৃষ্ণা বসু, দেবাশিস কুমার, দেবাশিস বসু ও পল্লব কীর্তনিয়া।হিন্দোল থেকে প্রকাশিত ''স্মৃতির সরণি ধরে''– ইন্দ্রজিৎ আইচ এর এই কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন বিশিষ্ট চিত্রকর যোগেন চৌধুরী। কবিতায় অলংকরণ করে দিয়েছেন যোগেন চৌধুরী, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর আইচ, ওয়াসিম কাপুর, রবিন মণ্ডল ও রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কাব্যগ্রন্থে ৮০টি কবিতা রয়েছে, তার মধ্যে অপেক্ষা, সেদিন তুমি, আমি হে বীর, এখনো, সে জানে না, প্রতিদিন তুমি নেই, ক্যাফেটেরিয়া, বৃষ্টির দিন মন ছুয়ে যায়। বই এর মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন কবি সুবোধ সরকার ও কৃষ্ণা বসু। বইএর দাম ১০০ টাকা।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ''আজি যত তারা তব আকাশে'' ''তোমার খোলা হাওয়া'' ও ''তোমার সুরের ধারা'' গেয়ে শোনান কেকা আইচ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান কবি সৌগত চট্টোপাধ্যায়, অপু চট্টোপাধ্যায়, মতুয়া দাস এবং ইন্দ্রজিৎ আইচ। কথা বলা পুতুল দেখান দিলীপ মণ্ডল, আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রতীক পালিত। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মধুছন্দা তরফদার।

## শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

### উজ্জ্বল উদ্ধার – ধন্য বজবজ

(গনেশ ঘোষ) বজবজের প্রাক্তন পৌরপ্রধান ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক শ্রী গনেশ ঘোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের নমুনা এই গ্রন্থ–টি। আয়তনে শীর্ণ কিন্তু সুদীর্ঘ অনুসন্ধানের সাক্ষী। গঙ্গার তীরবর্তী এই জনপদ–টির অতীত গৌরব–কথা বিধৃত করেছেন সহজ ও আন্তরিক ভাষায়।

### মন ক্যামেরা

(সম্পাদক – রূপালী বিশ্বাস) (উৎসব সংখ্যা ১৪২২) প্রায় সদ্যোজাত পত্রিকাটির এটি দ্বিতীয় সংখ্যা। কেবলমাত্র কবিতা সংকলন। অভিষেক বিশ্বাস, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, মুরলী চৌধুরী, বিভু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। পত্রিকা জুড়ে হিন্দু–মুসলমান–খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছানোর আপ্রাণ প্রয়াস রয়েছে, কিন্তু তার খুব দরকার আছে কি! ধর্ম নিয়ে মাতামাতি কিংবা মাথা ঘামানোর কাজ আর যারই হোক, লিটল ম্যাগাজিনের নয়। প্রচুর বানান ভুল রয়ে গিয়েছে, যা সম্পাদকের নিষ্ঠা–কে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।

### কথাকৃতি

(পঞ্চম বর্ষ / চতুর্থ সংখ্যা) (সম্পাদক নীলাদ্রিশেখর সরকার – মুল্য ২৫০ টাকা) পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসাবে শান্ত এ অপূর্ব সন্ধ্যায় শিরোনামে প্রকাশিত। সুবিখ্যাত ছড়া–রচয়িতা অপূর্ব দত্তের সমগ্র সৃজন মূলক কাজের সনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, স্মৃতি–কথন ও আলোচনার সংকলন। লেখক অপূর্ব দত্তের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার এই বই–তে। আলোচকদের লেখার সূত্র ধরে উঠে এসেছে কবির নানা রচনার অংশ যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, অপূর্ব দত্তের রচনা–র ধরণ–ধারণ, বিশেষ পছন্দ বা সংবেদনশীলতার গভীরতা। কলম ধরেছেন সমসাময়িক নামী দামী বহু লেখক–কবি। কলম ধরেছেন ওপার বাংলার বহু সাহিত্যিক। সংকলন–টি অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য তালিকায় ঢুকে পড়েছে, কথাকৃতি–কে সাধুবাদ জানাই। কবি ছড়াকার অপূর্ব দত্তের সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকুক আরও বহুদিন। (পত্রিকার ঠিকানা – স্টেশন পাড়া, বেথুয়াডহরী, নদীয়া –741126 (9732950369)

### সুবর্ণলেখা

(শারদ ১৪২২ – সম্পাদক অতীশ ঘোষ) – পত্রিকাটিকে সদ্যোজাত বলেই বোধ হচ্ছে, যদিচ পত্রিকার শেষ প্রচ্ছদে জানা গেল ষাণ্মাষিকটির তৃতীয় সংখ্যা এটি। কবিতা গল্পে সাজানোর প্রয়াসের প্রশংসা করতে হয়। তবে লেখা বাছাই–এর ক্ষেত্রে আরও একটু কঠোরতা বাঞ্ছনীয়। গল্প, শ্রুতিনাটক ও কবিতা মিলিয়ে মিশিয়ে রাখা হয়েছে, সূচী–তে রচনাগুলির পরিচয় না থাকার ফলে কোনটা গল্প, কোনটা কবিতা তা ঠাহর করতে বেগ পেতে হয়। জনৈকা লেখিকা তাঁর নামে ইংরাজী ও বাংলা শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে, সম্ভবত নূতনত্বের সন্ধান করতে চেয়েছেন, কিন্তু এ ধরণের চেষ্টা, এক ধরণের দীনতা–কেই প্রকট করে না কি! বাংলা অক্ষরগুলি মাতৃসমা, তাঁর অঙ্গহানি দেখলে, সন্তানের মনে দুঃখ হবেই। ৫৬ পাতার বই–তে আঠারোটি বিজ্ঞাপন, আর্থিক দিক থেকে স্বাস্থ্যকর বৈকি! (পত্রিকার ঠিকানা – ৪৫ প্রতাপাদিত্য প্লেস, কলকাতা–৭০০ ০২৬ (98312 18688)

### সময়ের শব্দ

(উৎসব সংখ্যা ১৪২২ – সম্পাদক অর্ঘ রায় ) লেখক তালিকায় শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উতপলকুমার বসু, পিনাকী ঠাকুর, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নামী ও পরিচিত লেখকদের উপস্থিতি পত্রিকার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু লাগাম–ছাড়া বানান ভুল দেখতে দেখতে পাঠকেরা দিশাহারা হবেন। পিনাকী ঠাকুরের কবিতায় ভুল হয়েছে ভূল, ভীষণ হয়েছে ভীষন। খোদ সম্পাদকের কবিতায় পিঠ হয়েছে পীঠ! মরণ ছাপা হয়েছে মড়ণ, বনাঞ্চলে হাড়িয়ে (?) যাবো! এমন গাদা গাদা ভুল। চৈতালী ব্রহ্ম (ওরা আছে ওধারে ..) ও প্রবীর ভট্টাচার্যের (বাংলা নাট্য প্রবাহের উতস সন্ধানে) নিবন্ধ দুটি ব্যতিক্রমী ও সংরক্ষণযোগ্য।

## অরূপ রতন

গল্প রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন প্রদীপ গুপ্ত, সুব্রত ভদ্র, সুবীর মজুমদার। উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়ের–র লেখাটি (ঠাকুর পাপ দেবে) গল্প বিভাগে ঠাঁই পেল কেন, এটি অবশ্যই ভালো রম্য রচনা! অর্ধেক আকাশ বিভাগে আরও ১১ টি গল্প। তার মধ্যে ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প–টি (ত্যাজ্য) এক কথায় অসাধারণ, সম্ভবত এই সংখ্যার সেরা গল্প। কবিতা গুলিও বেশ কয়েকটি গুচ্ছে রয়েছে। তৃতীয় প্রজন্মের কবিতাগুচ্ছে তরুণ লেখকদের সগর্ব উপস্থিতি। অর্ধেক আকাশের কবিতাগুচ্ছে কৃষ্ণা বসু, অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রমুখ প্রতিষ্ঠিতদের পাশাপাশি মল্লিকা ধর, পাপিয়া সেন, আরতি দে সীমিতা মুখোপাধ্যায়, শাশ্বতী সরকার, কৃষ্ণা দাস প্রমুখ সগর্বে নিজেদের তুলে ধরেছেন। মূল অংশের কবিতায় রত্নেশ্বর হাজরা, সুবোধ সরকার, নাসের হোসেন, আশীষ স্যান্যাল প্রমুখদের পাশাপাশি অরুণ ভট্টাচার্য, শান্তনু মিত্র, শ্রীকান্ত সরকার ভালো লিখেছেন। পত্রিকার গোড়াতেই দুর্গা পূজার নানা জানা–আজানা তথ্য ও পুরাণ–কথার একাধিক রচনা, শারদ আবহাওয়া তৈরী করে দিয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য বিভাগ–টির জন্য সম্পাদকের সাধুবাদ প্রাপ্য। বিভিন্ন জেলার কবিতা নামে আলাদা বিভাগ কেন বোঝা গেল না। মূল কবিতা বিভাগেও তো ভিন্ জেলার লেখকেরা হাজির, তাহলে এই বিভাজনের সূত্র–টি কি! মুক্তিরাম মাইতি–র প্রচ্ছদ সুন্দর ।(পত্রিকার ঠিকানা – ২/৫৬এ, নেতাজী নগর, কলকাতা–৭০০০৯২ / 9051471075) পত্রিকার সংগ্রহ মুল্য ৪০ টাকা।

# সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬

**পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)**

**তারিখ : ১২ জানুয়ারী – ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬**

**সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা**

**২১ শে জানুয়ারী, ২০১৬**

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)

যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে।

বিকাল ৪টা – **একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

**২২শে জানুয়ারী, ২০১৬**

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

**২৩শে জানুয়ারী, ২০১৬**

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)

প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

## নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,

মেহবুব গাজী – ডায়মণ্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

**আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭**

**মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬**

**কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০**

**মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা**

**প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)**

### নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬ বৈকাল–৪টায়।

# জীবনতলার জেলেপাড়া

**শঙ্করকুমার প্রামাণিক**

## সুন্দরবনের ডায়েরি

পাড়াটার নাম জেলেপাড়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানায়। তালদি স্টেশন থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দূরে। পাড়াটার নাম কেন জেলেপাড়া, বোঝা গেল না। বর্তমানে এই পাড়াতে ৫৫টা পরিবারের বাস। মাছ–কাঁকড়া ধরা কারও পেশা নয়। কোনও পরিবারে মাছ ধরার সরঞ্জাম নেই। কিন্তু অধিকাংশ বাড়িতে গামছার সাইজে একটা করে মশারি জাল আছে। এই পাড়ার পুরুষ মানুষরা মাতলা নদীতে ভাটার সময় জাল পেতে চিংড়ি ও অন্যান্য প্রজাতির মাছের মীন ধরেন। তার থেকে পরিবারের কিছু আয় হয়। 'জ্ঞানেন্দমোহন দাসের অবিধানে বলা হয়েছে 'জেলে' শব্দের একটা অর্থ হল 'জালজীবী'।

এঁরা যতটা জালজীবী তার চেয়ে অনেক বেশি 'জলজীবী'। এই পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে, অন্তত একজন পুরুষ/মহিলা অথবা উভয়ই, জল থেকে গেঁড়ি, গুগলি, শামুক ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। সংসারের আয়ের সিংহভাগ আসে জলজ সম্পদ থেকে। জেলেপাড়ার প্রতিটি পরিবার খুবই গরিব। আয়ের দ্বিতীয় উৎস কৃষিজমিতে মজুরের কাজ। পাড়ার সমস্ত পুরুষ মানুষ পরের জমিতে কৃষিমজুর হিসেবে কাজ করেন।

প্রথম যে বাড়িতে ঢুকলাম, সেটা তোতা দাসের বাড়ি। পাশাপাশি দু'ভাইয়ের বাড়ি। তোতা দাসের বাড়িটা মাটির, অ্যাসবেস্টাসের চাল ও মাটির দেয়াল। একটাই ঘর সঙ্গে একচিলতে দাওয়া। দাওয়া থেকে হাত তিনেক তফাতে একটা খড়ের ছোট কুঁড়ে। সেটাই রান্না ঘর। এই ঘরের লাগোয়া পশ্চিমদিকে ভাইয়ের এক কামরা খড়ের ঘর। ভাইয়ের নাম সীতানাথ দাস (৪৩)।

একটা ছোট ডোবা আছে। সেই ডোবার জলে দুই পরিবারের কাজ চলে। পান করা ছাড়া এর জলে সব করতে হয়। পাড়ার মধ্যে পানীয় জলের টিউবওয়েল আছে। গরমের সময় জলের বড় কষ্ট। এক বালতি জল ভরতে এক ঘন্টা সময় লাগে। 'আপনাদের কি শৌচাগার আছে?' আমি তোতা দাসের কাছে জানতে চাইলাম।

-- না। আমার তো নেই, এ পাড়ায় কোনও বাড়িতে শৌচাগার নেই।

-- আপনার পরিবারের লোক সংখ্যা কত?

-- ছয় জন। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। আর আমি ও আমার স্ত্রী।

-- সারা বছরে আপনাদের রোজগার কী? কীভাবে সংসার চালান?

-- আমি চাষে কৃষি মজুরের কাজ করি। সারা বছরে মেরে–কেটে মাস দুই কাজ হয়। আর একশ দিনের কাজ বছরে গড়ে ২৫–৩০ দিন।

-- কোন্ কাজে কীরকম মজুরি পান?

-- বাইরের কাজে দৈনিক মজুরি ২৬০–২৬৫টাকা। একশ দিনের কাজের দৈনিক মজুরি ১৬০–১৬২ টাকা।

-- ছয় জনের সংসার এতেই চলে?

-- সংসারে আমার স্ত্রী–ই বেশি সাহায্য করে।

-- কীভাবে? আমার কথা শুনতে পেয়ে, তোতাবাবুর স্ত্রী , করুণা দাস,

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন,

-- জলে থেকে গেঁড়ি–গুগলি, শামুখ প্রভৃতি তুলে বিক্রি করি।

-- কোথায় থেকে তোলেন? কোথায় বিক্রি করেন? এতে দিনে কত টাকা আয় হয়? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করলাম।

তোতাবাবুর উঠনে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

সেখানে পাড়ার দু–চারজন পুরুষ ও মহিলা জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে জানলাম এই পাড়ার প্রতি বাড়ি থেকে কাউকে না কাউকে গুগলি (গেঁড়ি) তুলতে গড়িয়ায় ফিশারিতে যেতে হয়। এগুলো গড়িয়া স্টেশানের রেল লাইনের কাছাকাছি। এর মালিক ফিশারিজ ইউনিভর্সিটি যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কাজে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের আংশ গ্রহণ বেশি। মহিলারা নিয়মিত যান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পুরুষরা অন্য কোথাও কাজ না পেলে, গুগলি তোলায় যোগ দেন। রাত দুটো–আড়াইটায় উঠে, তালদি থেকে ট্রেন ধরে গড়িয়ায় যেতে হয়। দিনের আলো ফুটলে তবেই এঁরা জলে নামেন। প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে একটা করে এ্যলুমিনিয়মের বড়ো হাঁড়ি, যাতে ২৫–২৭ কেজি গুগলি ধরে। হাঁড়িটার গলায় দড়ি বাঁধা থাকে। সেই দড়ির অপর প্রান্ত গুগলি সংগ্রহকারীর কোমরে বাঁধা। গুগলিশিকারিরা জানালেন, গুগলির খোঁজে জলে ডুব দিয়ে দু'হাতে হাঁচাতে হয়। হাতে যে–কয়টা গুগলি ওঠে সেগুলো নিয়ে হাঁড়িতে রাখেন। এভাবে গুগলি সংগ্রহ চলতেই থাকে। একটানা ৫–৬ ঘন্টা ডুবে ২০–২২ কেজি গুগলি তোলা যায়। তার জন্যে কম করে হাজার বার ডুবতে হয়। এই ফিশারিজগুলোতে গড়ে ১২০ থেকে ১৩০ জন গুগলি ধরেন। পাইকেরকে বিক্রি করলে এক একজনের দৈনিক গড় আয় ২০০–২৫০ টাকা। নিজে বাজারে বসে বিক্রি করতে পারলে আরও

৮০ থেকে টাকা বেশি পাওয়া যায়। দু'টো পয়সা বেশি পাওয়ার আশায়, অনেকেই তাই করেন। খোলক (শেল) সহ ৪–৫ কেজি গুগলিতে এক কেজি মাংস (মাসল) পাওয়া যায়। খোলক সহ এক কেজি গুগলির দাম ১৫–২৫ টাকা। খোলক ছাড়ানোর পর, এক কেজি মাংসের দাম ৮০–১০০ টাকা।

খোলক (শেল) সহ ৪–৫ কেজি গুগলিতে এক কেজি মাংস (মাসল) পাওয়া যায়। খোলক সহ এক কেজি গুগলির দাম ১৫–২৫ টাকা। খোলক ছাড়ানোর পর, এক কেজি মাংসের ডাম ৮০–১০০ টাকা। যাঁরা গুগলি ধরার পর বাজারে বসে বিক্রি করেন, তাঁদের বাড়িতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়। ভোরবেলা বেরিয়ে দুপুরে পেটাই পরোটা আর ডাল অথবা ঘুগনি খেয়ে দিন কাটে।

# ফাইনালে দিল্লির বাল্লে বাল্লে বনাম চেন্নাইয়ের লুঙ্গি ডান্স

**কমল নস্কর**

পরপর দুবার আর হল না। সেমিফাইনালেই সন্তুষ্ট থাকতে হল অ্যান্টেনিও হাবাসকে। পরের বার তিনি থাকছেন এই আশ্বাস নিয়েই আপাতত কিটস গুছিয়ে রওনা মাদ্রিদের দিকে। অবশ্যই আসছে বছর 'হবেই হবে' শ্লোগান দিয়েই কলকাতা ছাড়বেন তিনি। শুধুমাত্র

কোচের জন্যই একটা টিম বড় কোনও টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয় তা নয়। একইভাবে কোচের সামান্য ভুলের খেসারতও দিতে হয় দলকে। যতই টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে মাথায় তুলে নাচুক না কেন, হাবাস ভালোই বোঝেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় হওয়ার কোনও দাম নেই পেশাদার কোচের রুল বুকে। তাই অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতার এবারের ধাক্কাটা খানিকটা নিজের ঘাড়েই নিচ্ছেন এই ঝানু কোচ। এটাও ঠিক যতই সেমিফাইনাল থেকে কলকাতার বিসর্জন ঘটুক না কেন, আইএসএল–২ এর প্রথম চারে আসার কৃতিত্ব অনেকটাই কোচের। বিশেষ করে একের পর এক ম্যাচ হেরে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া এটিকে–কে প্রথম সারিতে ফেরানোর পিছনে অ্যান্টেনিওর অবদান বিশাল। তাও আবার একরকম দলের প্রধান তারকা পোস্তিগার সাহায্য ছাড়া। দ্যুতি, হিউমদের সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তোলাতেও কোচের হাত মারাত্মক। সবথেকে বড় কথা এই স্প্যানিশ ভদ্রলোক ফুটবল এতটাই ভালো বোঝেন যে তার সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। এই ইনভলভমেন্টের এটিকের মধ্যেও চাগাড় দিয়েছে ব্যাপকভাবে। যার পরিণাম তলিয়ে যেতে যেতেও কলকাতার এভাবে ভেসে ওঠা।

তাও যেহেতু ফুটবল সমর্থকেরা রক্তমাংসের মানুষ, তাই তাদের দোষ দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে যতই ২–১ গোলে প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করা হোক না কেন, আপামর এটিকে ভক্তরা এই জয়ে মোটেই খুশি নন। তাদের চাহিদা ছিল দ্বিতীয়বারের জন্য আইএসএল ঘরে তোলা। সমর্থকদের আব্দারের ধরণটাই এইরকম। এটা তো মোটামুটি সকলেই বোঝেন। তাদের মন একবার–দুবার কেন, হ্যাটট্রিক করলেও ভরবে না সেটা তো সকলেই বোঝেন। এই অন্ধ সমর্থকেরা এটা কিছুতেই বুঝতে চান না যে কলকাতার এবারের পারফরমেন্স মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তাও এরা মানবে না। কারণ এদের একটাই যে চেন্নাইয়ানদের লিগের দুটি ম্যাচে হারাতে পারল কলকাতা, এমনকি দ্বিতীয় লেগের ম্যাচেও যারা হারল, কি করে সেই দলের কাছেই ০–৩ গোলে হার মানতে হল পুনেতে। এই গ্লানি কিছুতেই মেটার নয় কলকাতার তামাম ফুটবল ভক্তের।

নিখাদ ফুটবলীয় বিশ্লেষণে আসলেও দেখা যাবে ওই ওয়ান ডে ম্যাজিকেই কলকাতা বধ করে ফাইনালের টিকিট পেয়ে গেল অভিষেক বচ্চনের দল চেন্নাইয়ান। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্লাবিত চেন্নাইয়ের লুঙ্গি ড্যান্স তখনই গিয়ে শুরু হবে যখন তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবেন গোয়া এফসিকে। স্প্যানিশ হাবাসকে ইতালিয় বুদ্ধিতে কিস্তি মাৎ করেছেন মাতারাজ্জি। এবার তার মোকাবিলা কিন্তু ইউরোপীয় মগজের সঙ্গে নয়। বরং লাতিন আমেরিকার অন্যতম হস্তি ব্রাজিলিয়ান জিকোর সঙ্গে এবার সমর তাঁর। এমনিতে এই ব্রাজিল সম্পর্কে ভালোই অবহিত রয়েছেন গোয়া কোচ জিকো। বস্তুত ১৯৮২'র বিশ্বকাপের আসরে ব্রাজিলের জয়ের স্বপ্নে ছাই দিয়েছিল পাওলো রোসির ইতালিই। সেই দুঃখ নিশ্চিতভাবেই মনে রয়েছে জিকোর। সেই ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমে জিকোর পেনাল্টি মিসের আপশোস আজও করেন পাড় ব্রাজিল সমর্থকরা। যদিও ওয়ার্ম–আপ না করে মাঠে নামার জন্যই নাকি ঘটেছিল সেই বিপত্তি। ইতালির দেওয়া ছাইয়ের দরুণ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য হিসেবে কখনও গর্ববোধ করতে পারবেন না জিকো। যে জায়গাটায় অনেক ভালো অবস্থানে সেমিফাইনালে জিকোর দল যাদের হারালো সেই দিল্লি ডায়নামোসের কোচ রবার্তো কার্লোস। ম্যাচে হারলেও বিশ্বকাপ জয়ী দলের মেডেল কিন্তু কার্লোসের ড্রেসিংরুমে শোভা পাচ্ছে আজও। ফুটবলার জীবনের গ্লানি মুছতে জিকোর এখন সবথেকে বড় হাতিয়ার উজ্জ্বল কোচিং কেরিয়ার গড়ে তোলা। যার একটা বড় মাইলস্টোন হয়ে উঠতে পারে আইএসএল–২ জিতে নেওয়া। অপরদিকে কলকাতার মতো হট ফেবারিট দলকে হারানোর পর চেন্নাইয়ানদের একটাই লক্ষ্য কাপ জেতা। ফলে ফাইনাল যে জমে উঠতে চলেছে তা মাঠে বল না গড়ানোর আগেই বলে দেওয়া যায়।

কলকাতার হয়ে বলার মতো এই যে দ্বিতীয় লিগের সেমিতে তারা অন্তত ২–১ গোলে হারাতে পারল চেন্নাইকে। ০–৩ পিছিয়ে থাকা দলের পক্ষে চার গোল মারা যে অতীব কষ্টকর তা হাবাস ব্রিগেড ভালো মতোই জানত। তাও একটা দুরাশাকে ছোঁয়ার বাসনা নিয়ে ক্যালকাটানরা মাঠে নেমেছিল। হিউমের গোল আশাও জাগিয়েছিল। এমনকি এসেছিল দ্বিতীয় গোলও। কিন্তু কখনই মনে হয়নি চার গোলে ব্যবধান বজায় রাখতে পারবে এটিকে। বাস্তবে তা হয়ওনি। কাঁটা ঘায়ে নুন ছিটানোর মতো চেন্নাইয়ানদের হয়ে সমতা ফেরান গতবার হাবাসের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানো ফিকরু। সামারসল্টের মাধ্যমে ফিকরু তা উদযাপনও করেন। আর মাথা গরম করে মাঠ ছাড়তে হয় হাবাসকে, কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেওয়ার মতো।

# গড়িয়া সঙ্ঘশ্রী মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্ট জয়ী হল ব্লু–সি ডট কম

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার**

গড়িয়া সঙ্ঘশ্রী মাঠে দুদিন ব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল গড়িয়া তৃণমূল টাউন ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস। গড়িয়ায় সঙ্ঘশ্রী ব্যায়াম সমিতির খেলার মাঠে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এই টুর্নামেন্ট চলে। ১৩ তারিখ ফাইনালের দিন উপস্থিত হন খ্যাতনামা ফুটবলার অ্যালভিটো ডিকুনহা, কলকাতায় সাড়া জাগানো দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা ডু ডং, কারসিনো ও স্থানীয় বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, পুরপ্রধান পল্লব দাস, পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য নজরুল আলি মন্ডল এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা। সেদিন মাঠে পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ভিড় হয়েছিলো প্রায় ১৫ হাজার। কারণ খেলার থেকে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিলো অ্যালভিটো, ডু ডং ও কারসিনোকে দেখার জন্য। এক সময় মাঠের চারপাশে বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে। নাজেহাল হতে হয় সোনারপুর থানার পুলিশ ও আয়োজকদের। সন্ধ্যা ৭ টায় মাঠটি আলোয় আলোয় এতটাই ভরপুর ছিল যে বোঝার উপায় ছিল না রাত না দিন। এর উপরে লাগাতার নানা রকমের রংবেরংয়ের বাজির উৎসব তো ছিলই। মাঠের চারিদিক প্রদক্ষিণ করতে হয় অ্যালভিটোদের দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে। কেউ হাত মেলায়, কেউ গা ছুঁয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। এরপর শুরু হোল জাগলিং। দেশের খ্যাতনামা ফুটবল জাগলার উত্তম দাস। ফুটবল নিয়ে নানা রকমের জাগলিং।

কখনও মাথায় বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে আবার কখনো কাঁধে বল, আবার মোটর বাইক চালাচ্ছেন মাথায় বল রেখে। এর জন্য উত্তমবাবুকে ফুটবল সম্রাট মারাদোনা খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। তিনি বলেন আমি সাঁতার কেটেছি মাথায় বল নিয়ে। বিভিন্ন দেশ আমার জাগলিং দেখেছে। গড়িয়ায় এতো বড় মাপের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলেন ৪ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা বিভাস মুখোপাধ্যায় (মনু)। সেদিন সোনারপুর বন্ধু মহল ও ব্লু–সি ডট কম (গড়িয়া) এই দুটি টিমের মধ্যে ফাইনাল খেলা হয়। এটি ছিল সুনীল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি চ্যাম্পিয়ন (ট্রফি) (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ও বিনয় দে স্মৃতি ট্রফি (রানার্স) প্রাক্তন কাউন্সিলর। উল্লেখ্য পুরপিতা বিভাস মুখোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় সুনীল মুখোপাধ্যায়। সেদিন ২–০ গোলে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়নের ট্রফি হাতে পায় ব্লু –সি ডট কম (গড়িয়া)। রানার্স হয় সোনারপুর বন্ধু মহল।

# হিমালয় অভিযান করলেন পুজা রায়

**মলয় সুর**

রোগাটে চেহারা। চোখে মুখে সপ্রতিভ ভাব। কিন্তু পরিবারে অভাবের বড় তাড়না। বাবা কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালায়। মা জগৎরাণী রায় বাড়িতে টুকিটাকি কাজ করে। সে জন্য তাঁকে টিউশন পড়িয়ে উপার্জন করতে হয়। সেই পড়ানোর পয়সায় কলেজের খরচা চালায়। স্রেফ অর্থবল না থাকায় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ জয় করতে অনেক সময় লাগবে বলে আক্ষেপ করেন পুজা রায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুরের গঙ্গাজোয়ারা এলাকার বাসিন্দা পুজা। এই মেয়েটির পাহাড়ে ওঠার শখ বহুদিনের। কলকাতার নিউ আলিপুরে এনসিসি ক্যাডেট গ্রুপ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা পুজা। এখনও পর্যন্ত দুটি শৃঙ্গ জয় করেছেন। সে ২০১৪ সালে মানালি ফ্রেন্ডশিপ পাহাড় (১৫,৫০০ ফিট উঁচু) জয় করেছেন। খরচ হয়ে ১৪ হাজার টাকা। এখানেই ১ মাসের বেস ক্যাম্প হয়। ২০১৫ সালে শীতের পর দার্জিলিং থেকে দূরে সিকিম ও নেপালের মাঝখানে খাঁড়াই উতরাই পাহাড়ে বুকে প্রবল সাহস সঞ্চয় করে (১৭,৫০০ ফিট উঁচু) জয় করলেন। মোট ৪৫ জনের অভিযাত্রী দল ছিল। খরচ হয়েছে ৪ হাজার টাকা। ছেলেবেলা থেকে মনে একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল তেনজিং

নোরগে ও এডমন্ড হিলারির মতো সেও পৃথিবীর সবচেয়ে উচু শৃঙ্গ জয় করবেন। পুজা সোনারপুর কলেজের বিএ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। তারা তিন ভাই বোন। বাবা ধ্রুব রায়, মা জগৎরাণী রায় তাঁকে প্রেরণা ও উৎসাহ দেন প্রচুর। এখনও পর্যন্ত ২টি শৃঙ্গ জয় করেছেন বলে জানিয়েছেন পুজা। ট্রেকিং করতে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরে জয়চন্ডী পাহাড়ে যেতে হয়। এছাড়া কলকাতা ময়দানের বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রশিক্ষক জিয়া হক এর কাছে দৌড় ও ফিজিক্যাল ফিটনেস অনুশীলন করে প্রতিদিন প্রস্তুতি নিচ্ছে বাইশ বছরের পুজা। ২০১৬ সালে উত্তরাখণ্ডে নিম শৃঙ্গ জয় করতে অভিযান করবেন। হিমবাহের থেকে কঠিন এই অভিযানের পুরো খরচ রয়েছে। তাঁর আদর্শ প্রয়াত হাওড়ার মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী ছন্দা গায়েন। পাহাড় জয় একটি আলাদা অভিজ্ঞতা বলে মনে করেন পুজা। পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠলাম তখন নিজেকে রাণী বলে মনে হচ্ছিল। ওঠার পর নামাটাও বেশ কঠিন থাকে। বাড়িতে এই কৃতিত্বে খুশি ও গর্বিত। দু চোখ ভরা স্বপ্নকে লালন পালন করতে অর্থের প্রয়োজনটা খুবই। সেই জায়গা থেকে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাহায্যের আশা রয়েছে পুজার পুরো পরিবারের।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

# মনের খেয়াল

## আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

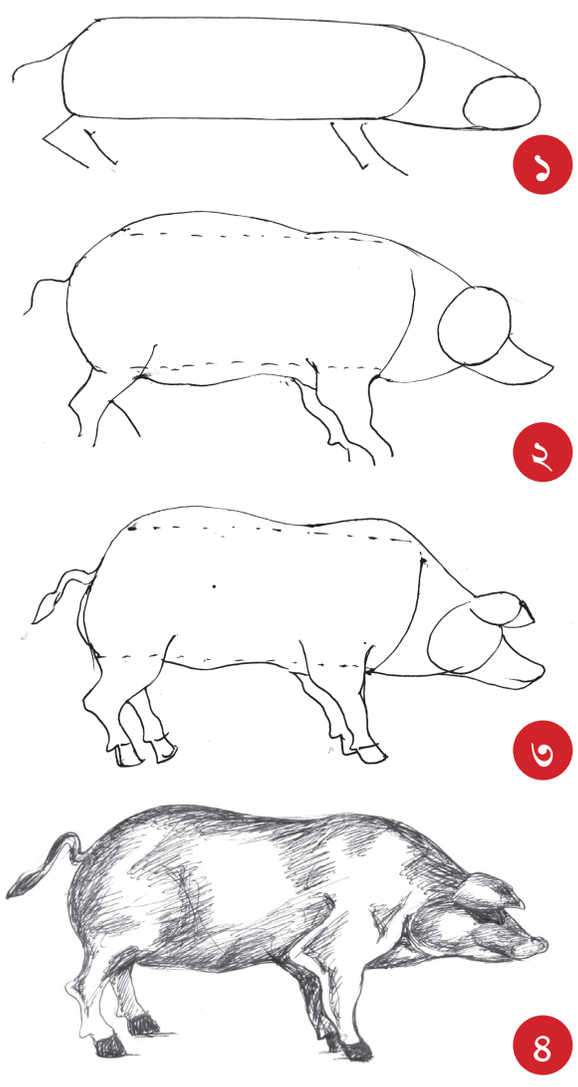


## জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে

# কেন চিনের প্রাচীর তৈরি হয়?

সবথেকে উচ্চতম প্রাচীর হল চিনের প্রাচীর। প্রাচীরটি তৈরি করা হয় হুণ দস্যুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। ২২১ খ্রিষ্ট পূর্বে সি হুয়াং তি চিনের বিভিন্ন অংশকে এক করে দেয়। কিন্তু এর পূর্ব দিকের মরুভূমি অঞ্চলের বারবারিক দস্যুরা ঘোরাফেরা করে। এরা ছিল খুবই ভয়ংকর। তাই একটি প্রাচীর তৈরি করবার জন্য তিনি আদেশ দেন। পুরো চিনের

পূর্বদিক ধরে।

এই প্রাচীর তৈরি করতে সময় লাগে ১৫ বছর। তারপর থেকে এটি বাড়ানো হয়েছে আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে আবার কিছু কিছু অংশ ধ্বংসও করা হয়েছে। কিছুটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। কিন্তু যা ভেবে তৈরি করা হয়েছিল তা পুরোপুরি ফলপ্রসূ হয়নি। কিছু কিছু অংশ যা ভেঙে গিয়েছে সেখান থেকেই মঙ্গল দস্যুরা চিনে ঢুকে পড়ে। আবার মাঝে মাঝে চিনের কৃষকরা তাদের শস্য ফলাত প্রাচীর ছাড়িয়ে। তবুও এই প্রাচীরের অবদান অনস্বীকার্য। চিন এবং মঙ্গলের মাঝখানে আজও সে দাঁড়িয়ে।

এই প্রাচীর পৃথিবীর সবথেকে দীর্ঘ প্রাচীর যা ১,৫০০ মাইল লম্বা। এই প্রাচীর তৈরি মাটি, ইট এবং পাথর দিয়ে। এর উচ্চতা ৪ থেকে ৯ মিটার। কিছু দূর অন্তর অন্তর আছে পরিদর্শন স্তম্ভ রয়েছে। আর রয়েছে চার মিটার চওড়া রাস্তা। এই চিনের প্রাচীর এখনও চিনকে জনপ্রিয় করে রেখেছে।

সুদর্পণ রক্ষিত, বিশেষ শিশু, ইন্টার্লিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com